BCS প্রিলিমিনারি

লেকচার ১৭

Lecture Content

আধুনিক যুগ-৫

গুরুত্বপূর্ণ কবি ও সাহিত্যিক: ১৫ জন

১. মুনীর চৌধুরী ২. হুমায়ুন আহমেদ ৩. শামসুর রহমান ৪. সেলিনা হোসেন ৫. নীলিমা ইব্রাহীম ৬. শওকত ওসমান ৭. সেলিম আল দীন ৮. মমতাজউদ্দীন আহমেদ ৯. আকতারুজ্জামান ইলিয়াস ১০. সৈয়দ শামসুল হক ১১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১২. হাসান হাফিজুর রহমান ১৩. জীবনানন্দ দাশ ১৪. নির্মলেন্দু গুন ১৫. বেগম সুফিয়া কামাল।

অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক

হুমায়ুন আজাদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, বদরুদ্দিন উমর, ড. আহমদ শরীফ, রাবেয়া খাতুন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শওকত আলী, রশীদ করিম, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সরদার জয়েনউদ্দীন, আহমদ ছফা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. আনিসুজ্জামান, আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নুরুল মোমেন, মামুনুর রশীদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, রাজশেখর বসু, মওলানা আকরম খাঁ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মুহম্মদ আব্দুল হাই, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, ইব্রাহিম খাঁ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন, বন্দে আলী মিয়া, সুফী মোতাহার হোসেন, আবদুল কাদির, ইব্রাহীম খাঁ।

গুরুত্বপূর্ণ কবি ও সাহিত্যিক: ১৫ জন

মুনীর চৌধুরী

লেখক পরিচিতি এবং গুরুত্বপূর্ন তথ্য: জন্ম: ১৯২৫ সালের ২৫ নভেম্বর, মানিকগঞ্জ। পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী। তিনি ১৯৬৫ সালে প্রথম বাংলা টাইপ রাইটিংয়ের কী-বোর্ড নির্মাণ করেন, যা "মুনীর অপটিমা" নামে পরিচিত। উপাধি মুনীর চৌধুরী 'শহিদ বুদ্ধিজীবী' হিসেবে পরিচিত।

নাটক রচনা: তিনি "কবর" নাটকটি লেখেন সাংবাধিক ও প্রাবন্ধিক রনেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে।

আবিষ্কারমূলক গ্রন্থ: তাঁর আবিষ্কারমূলক গ্রন্থ- An Illustrated Brochure on Bengali Typewriter (1965).

পদক লাভ ও বর্জন: ১৯৬৬ সালে "সিতারা-ই-ইমতিয়াজ" লেতাব লাভ। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর-কর্তৃক, অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে "সিতারা-ই-ইমতিয়াজ" খেতাব বর্জন করেন।

মৃত্যু: তিনি ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর নিখোঁজ হন।

রচনাবলি (পরীক্ষা আসার মতো গুরুত্বপূর্ন তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে)

নাটক:

১) রক্তক্ত প্রান্তর (১৯৬২): মূল উপজীব্য: ১৭৬১ সালের ঐতিহাসিক পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। নাটকটির কাহিনি গ্রহণ করেছেন কায়কোবাদের মহাকাব্য "মহাশ্মাশান" (১৯০৫) গ্রন্থ থেকে। নাটকটির জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

২) কবর (১৯৬৬) : ভাষা আন্দোলনবিষয়ক। তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকাকালীণ নাটকটি লিখেছিলেন এবং নাটকটি রাজবন্দিদের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল (১৯৫৩) ।

নোট: ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম নাটক হলো কবর। একুশের পটভূমিতে রচিত প্রথম নাটক হলে কবর।

৩) দন্ডকারণ্য (১৯৬৬), চিঠি (১৯৬৬), মানুষ, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য।

নোট: সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর ভিত্তি করে মুনীর চৌধুরী মানুষ নাটকটি রচনা করেছেন।

প্রবন্ধ:
মীর মানস: ১৯৬৫ সালে "দাউদ পুরস্কার" লাভ করেন। "তুলনামূলক সমালোচনা" (১৯৬৯), "বাংলা গদ্যরীতি" (১৯৭০)।

অনূদিত নাটক (অনুবাদ)
১) মুখরা রমণী বশীকরণ: শেক্সপিয়ারের "The Taming of the Shrew" এর অনুবাদ ।
২) কেউ কিছু বলতে পারে না: জর্জ বার্নার্ড শ'র "you never can Tell" এর অনুবাদ ।
৩) রূপার কৌটা: জন গলজওয়ার্দির "The Silver Box" এর অনুবাদ ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কার কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলা হয়েছে?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. বিষ্ণু দে
গ. প্রমেন্দ্র মিত্র ঘ. অমিয় চক্রবর্তী **ক**

২. 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ কার লেখা?
ক. ফররুখ আহমদ খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. জসীমউদ্দীন **খ**

৩. 'তিমির হননের কবি' উপাধিটি কার?
ক. জীবনানন্দ দাশ খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. আবদুল কাদির **ক**

৪. বাংলা সাহিত্যে 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত কে?
ক. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ. আবদুল কাদির
গ. বিষ্ণু দে ঘ. সুকান্ত ভট্টাচার্য **ঘ**

৫. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. মুনীর চৌধুরী খ. আকবর হোসেন
গ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঘ. মীর মশাররফ হোসেন **ক**

হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২)

তাঁর জীবন থেকে নেয়া:
- **জন্ম:** ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৮ খ্রি.।
- **জন্মস্থান:** নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ থানার কেন্দুয়া উপজেলার কুতুবপুর গ্রামে।
- **মৃত্যু:** ১৯ জুলাই, ২০১২ খ্রি. (৬৩ বছর)।
- **মৃত্যুস্থান:** নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- **সমাধিস্থল:** গাজীপুরের নুহাশ পল্লী।
- **তাঁর পিতা:** ফয়জুর রহমান আহম্মদ।
- **তাঁর মাতা:** আয়েশা আক্তার।
- **পিতৃপ্রদত্ত নাম:** শামসুর রহমান।
- **ডাকনাম:** কাজল।
- **তিনি ছিলেন একাধারে–** লেখক, চলচ্চিত্র পরিচালক, গীতিকার, নাট্যকার, অধ্যাপক (রসায়ন)।
- **দাম্পত্যসঙ্গী:** গুলতেকিন খান (বিবাহ ১৯৭৩, বিচ্ছেদ ২০০৩); মেহের আফরোজ শাওন।
- **শিক্ষা:** ঢাকা কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটি।
- **লেখার ধরন:** উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, জীবনী, কলাম গান।
- **আত্মীয়:** মুহম্মদ জাফর ইকবাল (ভাই), আহসান হাবীব (ভাই), সুফিয়া হায়দার (বোন), মমতাজ শহিদ (বোন), রোকসানা আহমেদ (বোন)।
- তিনি একজন কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক।
- তিনি বাংলাদেশের আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ।
- তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

❑ **তাঁর উপন্যাস:**

★ **নন্দিত নরকে**
- প্রকাশকাল– ১৯৭২ খ্রি.
- এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।

★ **দেয়াল**
- উপন্যাসটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত।
- এই উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র– শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান, কর্নেল তাহের, আবন্তি, চা বিক্রেতা কাদের, বাঙ্গালী ইত্যাদি।
- এটি রাজনৈতিক উপন্যাস।

★ **শঙ্খনীল কারাগার**
- এটি তাঁর অপূর্ব সাহিত্যকর্ম।

★ **বহুব্রীহি**
- প্রকাশকাল– ১৯৯০ খ্রি.।
- এটি তাঁর একটি রসাত্মবোধক উপন্যাস।

★ **কোথাও কেউ নেই**
- এই উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র– বাকের ভাই।

★ **কে কথা কয়**
- প্রকাশকাল– ২০০৬ খ্রি.।
- এই উপন্যাসের মতিন ও কমল নামের চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি শিশুর আত্মানুসন্ধান ও সত্যান্বেষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস
- **আগুনের পরশমনি (১৯৮৬):** এই উপন্যাসটি নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্রটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।
- শ্যামল ছায়া • সৌরভ • সূর্যের দিন • ১৯৭১ • অনীল বাগচীর একদিন • জোছনা ও জননীর গল্প।

অন্যান্য উপন্যাস : হিমু, অমানুষ, আজ রবিবার, দারুচিনি দ্বীপ, নক্ষত্রের রাত, দীঘির জলে কার ছায়া গো, অয়োময়, এইসব দিনরাত্রি, মধ্যাহ্ন, কৃষ্ণপক্ষ।

❑ তাঁর অন্যান্য রচনা:

ছোটগল্প: এলেবেলে (রম্য গল্প), আনন্দ বেদনার কাব্য।
আত্মজীবনী: আমার ছেলেবেলা, বলপয়েন্ট, রং পেন্সিল, ফাউন্টেনপেন, কাঠ পেন্সিল, নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ (২০১২)।
চলচ্চিত্র:
- **আগুনের পরশমনি:** প্রথম পরিচালিত চলচ্চিত্র।
- **ঘেটুপুত্র কমলা (২০১২ খ্রি.):** সর্বশেষ পরিচালিত চলচ্চিত্র। ঘেটুপুত্র কমলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিশু শিল্পী মামুন।
- চন্দ্রকথা • আমার আছে জল • দুই দুয়ারী • শ্রাবণ মেঘের দিন • নয় নম্বর বিপদ সংকেত।

- **উল্লেখযোগ্য টিভি নাটক:** কোথাও কেউ নেই, এইসব দিনরাত্রি: প্রথম টিভি নাটক। নক্ষত্রের রাত, হিমু, আজ রবিবার, অপরাহ্ন, অয়োময়, ইবলিশ, উড়ে যায় বক-পক্ষী, চন্দ্রগ্রহণ, বৃহন্নলা, যমুনার জল দেখতে কালো।
- **পুরস্কার:** শিবির পুরস্কার (১৯৭৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৮১), মাইকেল মধুসূদন পদক (১৯৮৭), বাচসাস পুরস্কার (১৯৮৮), কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০), জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৩), একুশে পদক পান (১৯৯৪), জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক, অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণ পদক।

❑ তাঁর বিখ্যাত কিছু গান:

- একটা ছিল সোনার কন্যা।
- লিলুয়া বাতাস।
- ও আমার উড়াল পঙ্খীরে।
- আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চালা
- চাঁদনি পসর রাতে যেন আমার মরণ হয়
- আমার আছে জল
- চাঁদনি পসরে কে আমায় স্মরণ করে

❑ তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র:

- দূরত্ব, প্রিয়তমেষু- মোরশেদুল ইসলাম
- দারুচিনি দ্বীপ– তৌকির আহমেদ
- নিরন্তন– আবু সাইয়ীদ
- শঙ্খনীল কারাগার– মুস্তাফিজুর রহমান
- নন্দিত নরকে– বেলাল আহমেদ।
- অনিল বাগচীর একদিন– মোরশেদুল ইসলাম (২০১৫)।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবলি–

- 'নন্দিত নরকে' উপন্যাস রচনার জন্য তাঁকে বলা হয়– সমকালীন আখ্যানকার।
- হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টি দুটি অমর চরিত্র হলো– হিমু ও মিসির আলী।
- হুমায়ূন আহমেদের প্রথম কল্পবিজ্ঞানের বই হলো– তোমাদের জন্য ভালোবাসা।
- "রোগকে ঘৃণা করা যায়, রোগীকে কেন?"– উক্তিটি করেছেন– হুমায়ূন আহমেদ।
- 'মতিন' ও 'কমল' নামের চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি শিশুর আত্মানুসন্ধান প্রকাশিত হয় হুমায়ূন আহমদের যে উপন্যাসে– কে কথা কয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'হিমু' নাটকটির রচয়িতা কে?**
ক. রুমানা আফরোজ খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. মমতাজ উদ্দীন আহমদ ঘ. হুমায়ূন আহমদ **ঘ**

২. **'আগুনের পরশমনি' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় কী?**
ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. বঙ্গভঙ্গ
গ. ভাষা আন্দোলন ঘ. তেভাগা আন্দোলন **ক**

৩. **হুমায়ূন আহমেদ এর কোন উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা?**
ক. শঙ্খনীল কারাগার খ. জোছনা ও জননীর গল্প
গ. তেঁতুল বনে জ্যোৎস্না ঘ. নন্দিত নরকে **খ**

৪. **'এইসব দিনরাত্রি' নাটকটির লেখক-**
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. আবদুল্লাহ আল মামুন
গ. কল্যাণ মিত্র ঘ. ইমদাদুল হক মিলন **ক**

৫. **'নীল অপরাজিত' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?**
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. হুমায়ূন আহমেদ **ঘ**

শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

নাগরিক কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৪ শে অক্টোবর পুরান ঢাকার মাহুতটুলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নরসিংদী জেলার রামপুরার পাড়াতলি গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মুখলেসুর রাহমান চৌধুরী এবং মাতার নাম আমেনা বেগম। তিনি ১৯৪৫ সালে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৭ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে। তিনি ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট মারা যান। তাঁকে বলা হয় নাগরিক কবি। শামসুর রাহমানের ডাক নাম বাচ্চু।

ছদ্মনাম: জনান্তিক, মৈনাক, সিন্দাবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকার, নেপথ্যে, মজলুম আদিব, বিপন্ন লেখক। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশ পত্রিকায় লিখতেন।

তাঁর সাহিত্যকর্ম:

কাব্যগ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল
প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে	১৯৬০ খ্রি.
রৌদ্র করোটিতে	১৯৬৩ খ্রি.
বিধ্বস্ত নীলিমা	১৯৬৭ খ্রি.
নিরালোকে দিব্যরথ	১৯৬৮ খ্রি.
নিজ বাসভূমে	১৯৭০ খ্রি.
বন্দী শিবির থেকে	১৯৭২ খ্রি.
দুঃসময়ের মুখোমুখি	১৯৭৩ খ্রি.
ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা	১৯৭৪ খ্রি.
আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি	১৯৭৪ খ্রি.
এক ধরনের অহংকার	১৯৭৫ খ্রি.
শূন্যতায় তুমি শোকসভা	১৯৭৭ খ্রি.
প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে	১৯৭৮ খ্রি.
ইকারুসের আকাশ	১৯৮২ খ্রি.
উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ	১৯৮২ খ্রি.
মাতাল ঋত্বিক	১৯৮২ খ্রি.
নায়কের ছায়া	১৯৮৩ খ্রি.
হোমারের স্বপ্নময় হাত	১৯৮৫ খ্রি.
শিরোনাম মনে পড়ে না	১৯৮৫ খ্রি.
অবিরল জলভূমি	১৯৮৬ খ্রি.
সে এক পরবাসে	১৯৯০ খ্রি.
গৃহযুদ্ধের আগে	১৯৯০ খ্রি.
খ-িত গৌরব	১৯৯২ খ্রি.
ধ্বংসের কিনারে বসে	১৯৯২ খ্রি.
হরিণের হাড়	১৯৯৩ খ্রি.
বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়	১৯৮৮ খ্রি.
না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন	২০০৬ খ্রি.
ধুলো গড়ায় শিরস্ত্রাণ	১৯৮৫ খ্রি.
এক ফোঁটা কেমন অনল	১৯৮৬ খ্রি.
হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল	১৯৯৭ খ্রি.
আকাশ আসবে নেমে	১৯৯৪ খ্রি.
স্বপ্নে ও দুঃস্বপ্নে বেঁচে আছি	১৯৯৯ খ্রি.

তাঁর উপন্যাস:

অক্টোপাস (১৯৮৩ খ্রি.), নিয়ত মন্তাজ (১৯৮৫ খ্রি.), এলো সে অবেলায় (১৯৯৪ খ্রি.), অদ্ভুত আঁধার এক (১৯৮৫ খ্রি.)।

তাঁর শিশু-কিশোরতোষ গ্রন্থ:

এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫ খ্রি.), ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো (১৯৭৭ খ্রি.), রংধনু সাঁকো (১৯৯৪ খ্রি.), লাল ফুলকির ছড়া (১৯৯৫ খ্রি.), আমের কুঁড়ি, জামের কুঁড়ি (২০০০ খ্রি.), নয়নার জন্য গোলাপ (২০০৫ খ্রি.)।

তাঁর আত্মস্মৃতি:

স্মৃতির শহর (১৯৭৯ খ্রি.), কালের ধুলোয় লেখা (২০০৪)।

তাঁর বিখ্যাত কবিতা:

তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা তুমি, একটি ফটোগ্রাফ, তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা, আসাদের শার্ট, মেষতন্ত্র, এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়, বার বার ফিরে আসে, পন্ডশ্রম, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়, কখনো আমার মাকে, গেরিলা, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা।

অনুবাদ নাটক:

হ্যামলেট (উইলিয়াম শেক্সপিয়র) ১৯৯৫, মার্কোমিলিয়ানস্ (ইউজিন ও নীল), হৃদয়ের ধাতু (টেনিস উইলিয়াম)।

প্রবন্ধ:

আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ (১৯৮৬), কবিতা এক ধরনের আশ্রয় (২০০২), শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ (২০০১)।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা:

দৈনিক বাংলা, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, অধুনা (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা)।

তাঁর সম্পাদনা:

হাসান হাফিজুর রহমানের অপ্রকাশিত কবিতা (১৩৯২), দুই বাংলার ভালবাসার কবিতা (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে, ১৯৮৮)।

পুরস্কার:

আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), একুশে পদক (১৯৭৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯১)।

তাঁর কবিতার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

- "শহীদের ঝলকিত রক্তে বুদবুদ, স্মৃতিগন্ধে ভরপুর একুশের কৃষ্ণচূড়া আমাদের চেতনারই রঙ।"
- পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত জ্বলন্ত
  ঘোষণায় ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
  নুতন নিশানা উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
  এই বাংলায় তোমাকেই আসতে হবে। (তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা)
- স্বাধীনতা তুমি, রবি ঠাকুরের অজর কবিতা। (স্বাধীনতা তুমি)
- স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন। (স্বাধীনতা তুমি)
- এ আমার ছোট ছেলে, যে নেই এখন,
  পাথরের টুকরোর মতন
  ডুবে গেছে আমাদের গ্রামের পুকুরে
  বছর-তিনেক আগে কাক-ডাকা গ্রীষ্মের দুপুরে। (একটি ফটোগ্রাফ)
- মেঘনা নদী দেবো পাড়ি; কল-অলা এক নায়ে।
  আবার আমি যাবো আমার; পাড়াতলী গাঁয়ে। (প্রিয় স্বাধীনতা)

কবি সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ– বন্দী শিবির থেকে।
- তিনি 'দৈনিক মর্নিং নিউজ' এর সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন– ১৯৫৭ সালে।
- তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার সহ সম্পাদক হন– ১৯৬৫ সালে।
- 'দৈনিক বাংলার' সম্পাদক হন– ১৯৮৭ সালে।
- শামসুর রাহমানের মোট কাব্যগ্রন্থ ৬৫টি।
- তাঁকে সমাহিত করা হয়– বনানী সামাধি ক্ষেত্রে।
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৬০)।
- প্রথম কবিতা– উনিশ শ উনপঞ্চাশ।
- বঙ্গবন্ধু কারাগারে বন্দি হলে তিনি যে কবিতাটি লেখেন– টেলেমেকাস।
- প্রথমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন– রেডিও পাকিস্তান অনুষ্ঠানে প্রযোজক হিসেবে।
- তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবি উপাধি দিয়েছে– বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব।
- তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নাম– অক্টোপাস।
- 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে– ২৩টি।
- 'এক ধরনের অহংকার' কাব্যগ্রন্থে কবিতা আছে– ৫২টি।
- 'স্মৃতিঝলমল সুনীল মাটির কাছে আমার অনেক ঋণ আছে'– এ গানটির রচিয়তা– শামসুর রাহমান।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'পাড়াতলী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন–**
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সেলিম আল দীন **গ**

২. **কবি শামসুর রাহমান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?**
ক. কুমিল্লা জেলায় খ. খুলনা জেলায়
গ. ঢাকা জেলায় ঘ. পাবনা জেলায় **গ**

৩. **কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা?**
ক. নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি খ. নির্জন স্বাক্ষর
গ. নিরলোকে দিব্যরথ ঘ. নির্বাণ **গ**

৪. **শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক. লোক লোকান্তর খ. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে
গ. উত্তরাধিকার ঘ. সহসা সচকিত **খ**

৫. **শামসুর রাহমানের কাব্য কোনটি?**
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. রাখালী
গ. ছায়াহরিণ ঘ. সাঁঝের মায়া **ক**

সেলিনা হোসেন (১৯৪৭)

উপন্যাস: হাঙর নদী গ্রেনেড, জলোচ্ছ্বাস, যাপিত জীবন, নীল ময়ূরের যৌবন, পোকামাকড়ের ঘরবসতি, নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি, কালকেতু ও ফুল্লরা, ভালোবাসা প্রীতিলতা।

গল্পগ্রন্থ : স্বদেশে পরবাসী, একাত্তরের ঢাকা।

হাঙর নদী গ্রেনেড তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

ড. নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০২)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

ড. নীলিমা ইব্রাহিম ১৯২১ সালের ১১ই অক্টোবর খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। মুক্তবুদ্ধি অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও উদার মানবতাই ছিল নীলিমা ইব্রাহিমের জীবন দর্শন। তাঁর সকল উপন্যাসে সমসাময়িক জীবনের সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। এই মহিয়সী নারী ২০০২ সালের ১৮ জুন পরলোক গমন করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

উপন্যাস: বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮), একপথ দুই বাঁক (১৯৫৮), কেয়া বন সঞ্চারিণী (১৯৬২), বহ্নিবলয় (১৯৮৫)।

প্রবন্ধ গবেষণা: শরৎ প্রতিভা (১৯৬০), বাংলার কবি মধুসূদন (১৯৬১), বাঙ্গালী মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৮৭), ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক (১৯৬৪)।

নাটক: দুয়ে দুয়ে চার (১৯৬৪), যে অরণ্যে আলো নেই (১৯৭৪), রোদজ্বলা বিকেল (১৯৭৪), সূর্যাস্তের পর (১৯৭৪)।

কাব্যনাট্য: আমি বীরাঙ্গনা বলছি (১৯৯৫): এই বইয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা ধর্ষিতা হওয়া ৭ জন নারীর করুণ কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। তারা হলেন– ফাতেমা, মেহেরজান, মিনা, রিনা, ময়না, তারা ব্যানার্জি ও শেফা।

গল্প: রমনা পার্কে (১৯৬৪)।

আত্মজীবনী: বিন্দু বিসর্গ (১৯৯১)।

ভ্রমণ কাহিনি: শাহী এলাকার পথে (১৯৬৩)।

উপন্যাস: বিশ শতকের মেয়ে।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭), জয়বাংলা পুরস্কার (১৯৭৩), লেখিকা পুরস্কার (১৯৮৯), রোকেয়া পদক (১৯৯৬)।

শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)

শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম শেখ আজিজুর রহমান (১৯১৭-১৯৯৮)।

উপন্যাস: বনি আদম, জননী, ক্রীতদাসের হাসি, সমাগম, চৌরসন্ধি, রাজা উপাখ্যান, জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, নেকড়ে অরণ্য, পতঙ্গ পিঞ্জর, রাজলক্ষ্মী, জলাংগী, পুরাতন খঞ্জর।

নাটক: আমলার মামলা, তস্কর-লস্কর, বাগদাদের কবি, পূর্ণ স্বাধীনতা চূর্ণ স্বাধীনতা।

প্রবন্ধ: সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা: নেকড়ে অরণ্য, জাহান্নাম হইতে বিদায়, দুই সৈনিক, জন্ম যদি তব বঙ্গে।

ছোটগল্প: সমাজ জীবনের বিচিত্র মানুষের পরিচয়, জীবনের দারিদ্র্য, সংগ্রাম, ধর্মের বাহ্যিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ তাঁর গল্পে রূপলাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি সমাজ সমালোচকের ভূমিকা পালন করেছেন। শওকত ওসমানের গল্প নকশাজাতীয়।

গল্পগ্রন্থ: প্রস্তর ফলক, সাবেক কাহিনী, ওটেন সাহেবের বাংলো, জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প, জন্ম যদি তব বঙ্গে, ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী, পুরাতন খঞ্জর, বিগত কালের গল্প, মনির ও তাহার কুকুর, নেত্রপথ, উভশৃঙ্গ।

- ✪ 'গেঁহু' হিন্দিভাষী এক মজুর পরিবারের কাহিনী।
- ✪ 'তিন মির্জা' গল্পে ব্রিটিশ যুগে ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় মির্জা পরিবারের পরম্পরাগত ইতিহাসের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।
- ✪ 'মোজেজা' গল্পটিতে গ্রামাঞ্চলে ধর্মের নামে ব্যবসায় নিয়োজিত এক ভ- পীরের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।
- ✪ 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের জন্য শওকত ওসমান আদমজী পুরস্কার লাভ করেন।

লেখক সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি–

- তাঁর যে রচনা দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হত– উপন্যাস 'বনি আদম'।
- শওকত ওসমানের কালোত্তীর্ণ গ্রন্থ হলো– ক্রীতদাসের হাসি।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্প হলো– দুই ব্রিগেডিয়ার।
- লেখককে আদমজী পুরস্কার দেওয়া হয়– ক্রীতদাসের হাসি গ্রন্থের জন্য।
- তিনি ফিলিপ্স পুরস্কার পান– ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী গল্পের জন্য।
- তাঁর যে উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়– 'জননী' এবং 'ক্রীতদাসের হাসি'।
- 'জননী' উপন্যাসের ইংরেজিতে যে নাম রাখা হয়– একই নাম 'জননী'।
- জননী ও ক্রীতদাসের হাসি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন– অক্সফোর্ড এবং কবির চৌধুরী 'এ স্লেভ লাফস' নামে।
- কোথা থেকে প্রকাশিত হয়– দিল্লি থেকে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসটির লেখক কে?
ক. আবু রুশদ খ. শওকত ওসমান
গ. আহসান হাবীব ঘ. আবুল ফজল **খ**

২. 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. আবু জাফর শামসুদ্দীন খ. শওকত ওসমান
গ. আহসান হাবীব ঘ. আবুল ফজল **খ**

৩. কোনটি শওকত ওসমানের রচনা নয়?
ক. চৌরসন্ধি খ. ক্রীতদাসের হাসি
গ. ভেজাল ঘ. বনি আদম **গ**

৪. শওকত ওসমানের রচনা কোনটি?
ক. উত্তম পুরুষ খ. শেষ রজনীর চাঁদ
গ. জননী ঘ. চৌচির **গ**

৫. শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থী অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে যে রচনায়-
ক. পতঙ্গ পিঞ্জর খ. নেকড়ে অরণ্য
গ. জাহান্নাম হইতে বিদায় ঘ. চৌরসন্ধি **গ**

সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

সেলিম আল দীন ১৮ নভেম্বর, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন নোয়াখালী জেলার বর্তমানে ফেনী জেলার সোনাগাজির সেনেরখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং মাতা ফিরোজা খাতুন। সেলিম আল দীনের প্রকৃত নাম হচ্ছে মইনুদ্দিন আহমেদ। তিনি ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ১৪ জানুয়ারি ২০০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

★ **মুনতাসির ফ্যান্টাসি:**
- প্রকাশকাল– ১৯৮৫ খ্রি. ।
- এই নাটকে তিনি সেনা ও স্বৈরাশাসকের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের পাশাপাশি শুভবোধ ও সংস্কৃতি ধ্বংসের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন ।

★ **কীর্তনখোলা:**
- প্রকাশকাল– ১৯৮৬ খ্রি. ।
- এই নাট্যগ্রন্থটি নিয়ে ২০০০ সালে চলচ্চিত্র নিমির্ত হয় ।

★ **চাকা:**
- **প্রকাশকাল– ১৯৯১ খ্রি. ।**
- এটি নিয়ে ১৯৯৪ সালে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ।

★ **ঘুম নেই**
- প্রকাশকাল– ১৯৭০ খ্রি. ।
- এটি টেলিভিশনে প্রচারিত প্রথম নাটক ।
- ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে এটি প্রচারিত হয় ।

নাট্যগ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল
সর্ব বিষয় গল্প ও অন্যান্য	১৯৭৩ খ্রি.
জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন	১৯৭৫ খ্রি.
বাসন	১৯৮২ খ্রি.
কেরামত মঙ্গল	১৯৮৩ খ্রি.
যৈবতী কন্যার মন	১৯৯৩ খ্রি.
বনপাংশুল	১৯৯১ খ্রি.
হরগজ	১৯৯২ খ্রি.
একটি মারমা রূপকথা	১৯৯৫ খ্রি.
হাতহদাই	১৯৯৭ খ্রি.
ধাবমান	২০০৭ খ্রি.
স্বর্ণবোয়াল	২০০৭ খ্রি.
নিমজ্জন	

তাঁর অন্যান্য রচনা ও পুরস্কার:

প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থ: মধ্যযুগে বাংলা নাট্য (১৯৯৭), বাংলাদেশের নাটকে সমকালীন জীবন, মধ্যযুগের বাংলা নাট্য, পাটন যাত্রা, ফেস্টুনে লেখা স্মৃতি, বিশাখা, হাসতে হাসতে দেয়াল ভাঙ্গো দাদা ঠাকুর, ইতিহাসের সম্মুখ রেখায় বাংলাদেশের নৃত্য, আদি ছন্দ স্বরবৃত্ত, আমেরিকার কালোদের সাহিত্য, লোক সঙ্গীত, বাঘ পাহাড়ের যুদ্ধ জয়: চীনা অপেরা, একটি কাব্য পাঠের গল্প ও নীলের একটি নাটক প্রসঙ্গে ।

কবিতা: মেঘেদের সংসার, চোখ, শিল্পক, কীত্তনখোলার মেলা, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে, কবি ও তিমি ।

গল্প: আহত বিহগ, রেডিয়াম থেকে বিদায়, লেসার রশ্মি নয় ।

অনুবাদ: নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ, নজিনস্কি, অভিনয় দর্পণ, আনন্দ কুমার স্বামীকৃত বূমিকা ।

পুরস্কার: একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, কথা সাহিত্য পুরস্কার, টেনাসিনাম পুরস্কার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, নন্দীপট পদক ।

লেখক সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- সেলিম আল দীন যে নাটকটি শেষ করে যেতে পারেননি– হাড়-হাড্ডি ।
- হাড়হাড্ডি নাটকের যতটুকু তিনি লিখেছিলেন– এক তৃতীয়াংশ মাত্র ।
- তাঁর রচিত প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধের নাম– নিগ্রো সাহিত্য ।
- "হাতহদাই" নাটকটি যে অঞ্চলের ভাষায় রচিত– নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষায় ।
- "মুনতাসীর ফ্যান্টাসি" নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়– আশির দশকের স্বৈরশাসন ।
- সেলিম আল দীনের সবচেয়ে বেশি অবদান– নাটক ও নাট্য সাহিত্যে ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. মামুনুর রশীদ খ. হুমায়ুন আহমেদ
গ. আবুল হায়াত ঘ. সেলিম আল দীন **ঘ**

২. বাংলাদেশে 'গ্রাম থিয়েটার' এর প্রবর্তক কে?
ক. মমতাজ উদ্দীন আহমদ খ. আবদুল্লাহ আল মামুন
গ. সেলিম আল দীন ঘ. রামেন্দ্র মজুমদার **গ**

৩. সেলিম আল দীন রচিত 'চাকা' একটি-
ক. উপন্যাস খ. কবিতা
গ. ছোটগল্প ঘ. কথানাট্য **ঘ**

৪. 'হাতহদাই' নাটকের নাট্যকার কে?
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. সেলিম আল দীন
গ. আবদুল্লাহ আল মামুন ঘ. মমতাজ উদ্দীন আহমদ **খ**

৫. 'নাট্যচার্য' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন কোন নাট্যকার?
ক. ওয়ালীউল্লাহ খ. মামুনুর রশীদ
গ. হুমায়ুন আহমেদ ঘ. সেলিম আল দীন **ঘ**

মমতাজউদ্দিন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯)

নাটক: স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা, বিবাহ, কি চাহ শঙ্খচিল, এই সেই কণ্ঠস্বর, প্রেম বিবাহ সুটকেস, রাজা অনুস্বারের পালা,ক্ষত বিক্ষত, সাত ঘাটের কানাকড়ি, ফলাফল নিম্নচাপ, আমাদের শহর, বকুলপুরের স্বাধীনতা, পুত্র আমার পুত্র, হরিণ চিতা চিল, রাক্ষুসী ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মূলত নিরীক্ষাপ্রবণ শিল্পী। অনাহার, দারিদ্র ও শোষণের শিকার হয়ে যারা মানবেতর জীবন-যাপন করছে, সেসব অবহেলিত মানুষের জীবনাচরণ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত ।

√ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ সালে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা থানার গোটিয়া গ্রামে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন ।

√ পৈতৃক নিবাস চেলোপাড়া, বগুড়া । ডাকনাম- মঞ্জু ।

√ তিনি ১৯৬৫ সালে জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ঢাকা কলেজে আমৃত্যু অধ্যাপনা করেন ।

√ তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২), একুশে পদক (মরণোত্তর)- ১৯৯৯ পান ।

√ তিনি ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৭ সালে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ।

প্রশ্ন: তাঁর উপন্যাস দুটি কী কী?

উত্তর: 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭): এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস । এটি উনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত । চরিত্র: ওসমান, খিজির, আনোয়ার ।

'খোয়াবনামা' (১৯৯৬): এতে গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনীলেখ্যসহ তেভাগা আন্দোলন, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। কাৎলাহার বিলের দু'ধারের চাষী-মাঝিদের জীবনচরিত এ উপন্যাসের উপজীব্য।

খোয়াবনামা (উপন্যাস)	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
জঙ্গনামা (কাব্যগ্রন্থ)	দৌলত উজির বাহরাম খান
নূরনামা (কাব্যগ্রন্থ)	আদুল হাকিম
সিকান্দারনামা (কাব্যগ্রন্থ)	আলাওল
সফরনামা (প্রবন্ধ)	আবুল ফজল

প্রশ্ন: 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের পরিচয় দাও।

উত্তর: উনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মহাকাব্যিক উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' (১৯৮৭)। উপন্যাসের নায়ক ওসমান দেশবিভাগের কারণে উদ্বাস্তু হয়ে ঢাকায় এসেছে। সে এতোটাই বিচ্ছিন্ন এবং ছিন্নমূল যে চিলেকোঠায় বাস করাই ছিল যেন তার নিয়তি। অথচ বামপন্থী ছাত্রনেতা, ছাত্রলীগ নেতা, শ্রমিক ও রিক্সাওয়ালা এমন কি বাড়িওয়ালার মেয়ের সাথে তার বিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ হয়েছে। ওসমান যেন ছোট ছোট কাহিনির সূত্রধর। কোনো বাড়ির চিলেকোঠায় বাস করেও স্বাধীনতার লক্ষ্যে গড়ে উঠা বৃহত্তর আন্দোলনের জোয়ারে সেদিন মিলিত হয়েছিল ওসমান। ওসমানের মাধ্যমে ইতিবাচক রাজনীতির উপস্থাপনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ববর্তী রূপটি ঔপন্যাসিক সার্থকভাবে তুলে এনেছেন। এ উনপ্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে।

সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা (প্রবন্ধ)	আহমদ শরীফ
সাহিত্য সংস্কৃতি জীবন (প্রবন্ধ)	আবুল ফজল
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন ওমর
সংস্কৃতির সংকট (প্রবন্ধ)	বদরুদ্দীন ওমর
সভ্যতার সংকট (প্রবন্ধ)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সংস্কৃতি-কথা (প্রবন্ধ)	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
সংস্কৃতির কথা (প্রবন্ধ)	কাজী আবদুল ওদুদ
সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই (প্রবন্ধ)	শওকত ওসমান
সংস্কৃতির ভাঙ্গা সেতু (প্রবন্ধ)	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
সংস্কৃতির রূপান্তর (প্রবন্ধ)	গোপাল হালদার

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. উননসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস কোনটি?
ক. ভূমিপুত্র খ. মাটির জাহাজ
গ. কাঁটাতারে প্রজাপতি ঘ. চিলেকোঠার সেপাই **ঘ**

২. 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খ. আবুল ফজল
গ. শওকত ওসমান ঘ. জহির রায়হান **ক**

৩. 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. শওকত ওসমনা
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **গ**

৪. 'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. মীর মশাররফ হোসেন খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. শওকত ওসমান ঘ. বুদ্ধদেব বসু **খ**

৫. 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন?
ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ. বিনয় ঘোষ
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. রাধারমণ মিত্র **গ**

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-২০১৬)

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সক্রিয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক। ষাট-সত্তরের দশকে যখন যৌনতা চরম লজ্জার বিষয় তখনই তিনি যৌনগন্ধী সাহিত্য রচনা করেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, অনুবাদ তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়।

√ সৈয়দ শামসুল হক ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

√ প্রখ্যাত লেখিকা ডা. আনোয়ারা সৈয়দ হক তাঁর স্ত্রী।

√ তাঁকে সব্যসাচী লেখক নামে অভিহিত করা হয়। সব্যসাচী অর্থ– যার ডান বাম দুই হাত সমানভাবে চলে। যে লেখক সাহিত্যের সকল শাখায় অবাধ বিচরণ করেন, তাকেই সব্যসাচী লেখক বলে। কিন্তু সে বিচারে সৈয়দ শামসুল হক সব্যসাচী লেখক নন। তিনি ও তাঁর সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ তাকে সব্যসাচী লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম দিককার গ্রন্থগুলো তাঁর ভাইয়ের লক্ষ্মীবাজারের সব্যসাচী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হতো। সে দিক থেকেই তাকে সব্যসাচী লেখক বলা হয়।

√ তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' পান (এ পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে কম বয়সী)। এছাড়াও তিনি 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৬৯), 'একুশে পদক' (১৯৮৪), 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (২০০০) লাভ করেন।

√ তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (কবির ইচ্ছানুযায়ী কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে তাকে সমাহিত করা হয়।)

কাব্যনাট্য: পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬) গণ নায়ক (১৯৭৬), নূরলদীনের সারাজীবন (১৯৮২), এখানে এখন (১৯৮৮)।

নাটক: নূরলদীনের সারাজীবন, পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় (১৯৭৬), ঈর্ষা, গণনায়ক, এখানে এখন, যুদ্ধ।

✪ **পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়:** মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যনাটক।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো কী কী?

উত্তর: 'দেয়ালের দেশ' এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস।

'নিষিদ্ধ লোবান' (১৯৮১): এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। উপন্যাসটি 'গেরিলা' নামে চলচ্চিত্রায়িত করেন নাসিরউদ্দিন ইউসুফ।

'নীলদংশন' (১৯৮১): এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

'খেলারাম খেলে যা' (১৯৭৯): আত্মসুখ সন্ধানী ও ভোগবাদী চেতনার চরিত্র বাবর আলীর মস্তিষ্ককোষে ক্রিয়াশীল ফ্রয়েডীয় লিবিডোর একাধিপত্যের কাহিনি এর বিষয়। যৌন সুরসুরি এ উপন্যাসে বিদ্যমান থাকায় একে 'পিনআপ নভেল' বলা হয়। এ ধরনের উপন্যাসকে হুমায়ুন আজাদ 'অপন্যাস' বলেছেন।

'এক মহিলার ছবি' (১৯৫৯), 'অনুপম দিন' (১৯৬২), 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪), 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮৪), 'আয়না বিবির পালা' (১৯৮৫), 'স্তব্ধতার অনুবাদ' (১৯৮৭), 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' (১৯৮৯), 'ত্রাহি' (১৯৮৯), 'তুমি সেই তরবারি' (১৯৮৯), 'মৃগয়ায় কালক্ষেপণ', 'অন্য এক আলিঙ্গন', 'একমুঠো জন্মভূমি', 'আলোর জন্য', 'রাজার সুন্দরী'।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী কী?

উত্তর: 'পরানের গহীন ভিতর' (১৯৮০): এটি আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত। 'একদা এক রাজ্যে' (১৯৬১), 'বিরতিহীন উৎসব' (১৯৬৯), 'বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা' (১৯৭০), 'প্রতিধ্বনিগণ' (১৯৭৩), 'অপর পুরুষ' (১৯৭৮), 'আমি জন্মগ্রহণ করিনি' (১৯৯০), 'ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর' (২০০৯), 'নাভিমূলে ভস্মাধার'।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যাঙ্গনে সব্যসাচী লেখক কাকে বলা হয়?
ক. হুমায়ুন আহমেদ খ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ. আল মাহমুদ ঘ. সৈয়দ শামসুল হক — ঘ

০২. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের মৌল বিষয় কী?
ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. গৃহযুদ্ধ
গ. বিশ্বযুদ্ধ ঘ. ভাষা আন্দোলন — ক

০৩. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের প্রেক্ষাপট-
ক. মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি খ. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট
গ. মুক্তিযুদ্ধের শেষ ঘ. দেশ গড়া — গ

০৪. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কোন জাতীয় রচনা?
ক. উপন্যাস খ. ছোটগল্প
গ. কবিতা গ্রন্থ ঘ. নাটক — ঘ

০৫. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. সেলিম আল দীন খ. মামুনুর রশীদ
গ. আবদুল্লাহ আল মামুন ঘ. সৈয়দ শামসুল হক — ঘ

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪ - ১৯ মার্চ, ২০০১) বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের একজন মৌলিক কবি। তার পুরো নাম আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ খান। তার দুটি দীর্ঘ কবিতা 'আমি কিংবদন্তির কথা বলছি' এবং 'বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অভূতপূর্ব সংযোজন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা। ১৯৮২ সালে তিনি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ:
- সাত নরীর হার (১৯৫৫): পঞ্চাশের দশকে রচিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- কখনো রং কখনো সুর (১৯৭০),
- কমলের চোখ (১৯৭৪),
- আমি কিংবদন্তির কথা বলছি (১৯৮১): মহাকাব্যিক কাব্যভঙ্গিতে রচিত এটি তাঁর সর্বাধিক জননন্দিত কাব্যগ্রন্থ।
- সহিষ্ণু প্রতীক্ষা (১৯৮২),
- প্রেমের কবিতা (১৯৮২),
- বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা (১৯৮৩),
- আমার সময় (১৯৮৭),
- নির্বাচিত কবিতা (১৯৯১),
- আমার সকল কথা (১৯৯৩),
- মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ প্রভৃতি।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯), একুশে পদক (১৯৮৫)।

হাসান হাফিজুর রহমান

লেখকের পরিচিতিমূলক তথ্য:

হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩২ সালের ১৪ জুন জামালপুর শহরের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একধারে কবি, সমালোচক ও সাংবাদিক। তাঁর লেখায় জনজীবনের প্রত্যাশা, যন্ত্রণা, প্রতিবাদ ও মানুষের সংগ্রামী জীবন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ১৯৮৩ সালের ১ এপ্রিল মস্কো সেন্ট্রাল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

কাব্যগ্রন্থ: বিমুখ প্রান্তর (১৯৬৩): এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, আর্ত শব্দাবলী (১৯৬৮), অন্তিম শহরের মত (১৯৬৮), শোকার্ত তরবারি (১৯৮২) ভবিতব্যের বাণিজ্য তরী, যখন উদ্যত সঙ্গীন।

প্রবন্ধ: আধুনিক কবি ও কবিতা (১৯৬৫), মূল্যবোধের জন্যে (১৯৭০), আলোকিত গহ্বর (১৯৭৭), সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩)।

সম্পাদনা: বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র' শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উদ্যোগে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ক দলিল' সংগ্রহের প্রকল্প গৃহীত হলে তিনি এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। ১৬ খণ্ডে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৮২-৮৩ সালে।

কবিতা সংকলন: একুশে ফেব্রুয়ারি: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য সংকলন হিসেবে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে হাসান হাফিজুর রহমান 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনটি সম্পাদনা করেন। এর প্রকাশক ছিলেন মোহম্মদ সুলতান। এই সংকলনেই প্রথম প্রকাশিত হয় আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি।

গল্পগ্রন্থ: সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য, জীবন ঘষে আগুন, নামহীন গোত্রহীন, পাতালে হাসপাতালে, আত্মজা ও একটি করবী গাছ, রোদে যাব, মা মেয়ের সংসার, রাঢ়বঙ্গের গল্প।

এছাড়া শকুন, মন তার শঙ্খিনী প্রভৃতি স্মরণীয় গল্প তিনি লিখেছেন।

গল্প: আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭০), অশ্রুভেজা পথ চলতে (১৯৪৭)।

পুরস্কার: লেখক সংঘ (১৯৬৭), আদমজী (১৯৬৭), বাংলা একাডেমি (১৯৭১). একুশে পদক (মরণোত্তর) (১৯৮৪)।

- ✪ 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রতীক শিল্প-ভাবনার আশ্রয়ে এটি পরাবাস্তব গল্প।
- ✪ 'নামহীন গোত্রহীন' মুক্তিযুদ্ধের গল্প-সংকলন।
- ✪ 'ঘরগেরস্থি' স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে একজন প্রবাসী রামশরণের জীবনকাহিনী।
- ✪ 'ফেরা' গল্পে 'আলেফ' নামক এক মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধপরবর্তী দেশের দর্শন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'সাবিত্রী উপাখ্যান' উপন্যাসের রচয়িতার নাম-
ক. সেলিনা হোসেন খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. হাসান আজিজুল হক ঘ. মহাশ্বেতা দেবী — গ

২. 'নামহীন গোত্রহীন' গ্রন্থের লেখক-
ক. শওকত আলী খ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
গ. হাসান আজিজুল হক ঘ. শাহেদ আলী — গ

৩. নিচের কোনটি হাসান আজিজুল হক এর উপন্যাস?
ক. আগুনপাখি খ. বরফ গলা নদী
গ. কাঁদো নদী কাঁদো ঘ. খোয়াবনামা — ক

৪. 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' কার লেখা গল্প?
ক. আল হেলাল খ. হাসান আজিজুল হক
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. ইমদাদুল হক মিলন — খ

৫. 'আগুন পাখি' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. রাহাত খান খ. হাসান আজিজুল হক
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. রিজিয়া হক মিলন — খ

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)

রূপসী বাংলার কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। তিনি প্রধানত প্রকৃতির কবি।

তাঁকে আরো যেসব বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়, সেগুলো হলো তিমির হননের কবি, ধূসরতার কবি, নির্জনতার কবি, বিপন্ন মানবতার নীলকণ্ঠ কবি। তাঁর জন্মস্থান বরিশালে। তিনি কবি কুসুম কুমারী দাশের ছেলে।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থগুলো হলো–

- ঝরাপালক (১৯২৮), ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭), বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)।
- 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে স্বদেশপ্রীতি ও নৈসর্গময়তা ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলে মন্তব্য করেন।
- তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' (১৯২৮)।
- তিনি এডগার এলান পো-রচিত 'টু হেলেন' কবিতা অনুসরণে 'বনলতা সেন' কবিতাটি রচনা করেন। 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেওনাকো তুমি'- তাঁর কবিতার চরণ।
- তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ হলো– 'কবিতার কথা'।
- **তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হলো:** মাল্যবান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪), কল্যাণী (১৯৯৯) ইত্যাদি।

নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-)

লেখকের পরিচিতিমূলক তথ্য:

নির্মেলেন্দু গুণ ১৯৪৫ সালের ২১ শে জুন নেত্রকোনা জেলার কাশবন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে 'কবিদেব কবি' বলা হয়। নিজ গ্রামে তিনি 'কাশবন বিদ্যানিকেতন' নামক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ডাকনাম রতন, তবে প্রিয়জনেরা তাঁকে "রাতু" বলে ডাকতো।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

কাব্যগ্রন্থ: প্রেমাংশুর রক্ত চাই (১৯৭০): তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। **না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২):** এটি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ও বন্ধু আমার (১৯৭৫), আনন্দ কুসুম (১৯৭৬), ইসক্রা (১৯৮৪), বাংলার মাটি বাংলার জল (১৯৭৮), তার আগে চাই সমাজতন্ত্র (১৯৭৯), চাষাভূষার কাব্য (১৯৮১), পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ, দূর হ দুঃশাসন (১৯৮৩), মুজিব লেনিন-ইন্দিরা (১৯৮৪), দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজন (১৯৭৪), নিশি কাব্য, আনন্দ উদ্যান।

কবিতা: নতুন কা-ারী (প্রথম কবিতা), হুলিয়া, স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো, আমার সংসার, মানুষ, ডিসেম্বর, ১৯৮১।

অনুবাদ কবিতা: রক্ত আর ফুলগুলি (১৯৮৩), রাজনৈতিক কবিতা, কাব্যসমগ্র।

কিশোর উপন্যাস: কালো মেলা (১৯৮২), বাবা যখন ছোট ছিলো (১৯৯৭)।

ছোটগল্প: আপনদলের মানুষ (১৯৭৬), মহাজট, অন্তর্জাল (২০০৫)।

আত্মজীবনী: আমার ছেলেবেলা, আমার কণ্ঠস্বর (১৯৭৬), আত্মকথা ১৯৭১ (২০০৮), রক্তঝরা নভেম্বর (১৯৭৫)।

ছড়ার বই: সোনার কুঠার।

ভ্রমণকাহিনি: ভলগার তীরে (১৯৮৫) গীনসবার্গের সঙ্গে (১৯৯৪), আমেরিকায় জুয়াখেলার স্মৃতি (১৯৯৬), ভ্রমি দেশে দেশে (২০০৪)।

পুরস্কার: বাংলা একাডেমি (১৯৮২), কবি হাসান হাফিজুর রহমান স্মৃতি স্বর্ণপদক (১৯৯৭), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮২)।

তাঁর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

- "সমবেত সকলের মতো আমি গোলাপ ফুল খুব ভালবাসি, রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেই সব গোলাপের একটি গোলাপ গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।"

তাঁর চিত্র প্রদর্শন:

- ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে নির্মলেন্দু গুণের প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়।

বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)

তাঁর পরিচিতিমূলক তথ্য:

সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০ শে জুন, বরিশালের শায়েস্তাবাদে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জননী সাহসিকা নামে পরিচিত। তাঁর ১ম স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেন (১৯২২-১৯৩২) এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামী কামালউদ্দিন আহমেদ। তিনি ১৯৯৯ সালের ২০ শে নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

কাব্যগ্রন্থঃ

★ **সাঁঝের মায়া**

- প্রকাশকাল– ১৯৩৮ খ্রি.
- এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটি এ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- এই কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেন কাজী নজরুল ইসলাম।

কাব্যগ্রন্থের নাম	প্রকাশকাল
মায়া কাজল	১৯৫১ খ্রি.
মন ও জীবন	১৯৫৭ খ্রি.
উদাত্ত পৃথিবী	১৯৬৪ খ্রি.
দীওয়ান	১৯৬৬ খ্রি.
প্রশান্তি ও প্রার্থনা	১৯৬৮ খ্রি.
অভিযাত্রিক	১৯৬৯ খ্রি.
মৃত্তিকার ঘ্রাণ	১৯৭০ খ্রি.
মোর যাদুদের সমাধি পরে	১৯৭২ খ্রি.

তাঁর অন্যান্য রচনা:

- **গল্প: কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭):** তাঁর প্রথম গ্রন্থ।
- **ভ্রমণকাহিনি:** সোভিয়েতের দিনগুলি (১৯৬৮)
- **শিশুতোষ গ্রন্থ:** ইতল বিতল (১৯৬৫), নওল কিশোরের দরবারে (১৯৮২)।
- **আত্মজীবনী:** একালে আমাদের কাল (১৯৮৮)।
- **স্মৃতিকথা:** একাত্তরের ডায়েরি (১৯৮৯)
- **কবিতা:** তাহারেই পড়ে মনে (সাঁঝের মায়া)
- **পুরস্কার:** বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৯৭), নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক, সংগ্রামী নারী পুরস্কার।

তাঁর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি:

- জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে। (জন্মেছি এই দেশে)
- ঘুম থেকে জেগে বৈশাখী ঝড়ে কুড়ায়েছি ঝড়া আম। (আজিকার শিশু)
- এইতো হেমন্ত দিন, দিল নব ফসল সম্ভার,
  অঙ্গনে অঙ্গনে ভরি, এই রূপ আমার বাংলার। (রূপসী বাংলা)
- হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়
  বসন্তে বরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়? (তাহারেই পড়ে মনে)
- কুহেলি উত্তরী তলে মাঘের সন্ন্যাসী-
  গিয়াছে চলিয়া ধীরে পুষ্পশূন্য দিগন্তের পথে রিক্ত হস্তে। (তাহারেই পড়ে মনে)
- বাতাবি নেবুর ফুল ফুটেছে কি?
  ফুটেছে কি আমের মুকুল? (তাহারেই পড়ে মনে)

কবি সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবলি–

- জননী সাহসিকা বলা হয়– সুফিয়া কামালকে।
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হলেন– সুফিয়া কামাল।
- তিনি মহিলা সংগ্রাম পরিষদ করেন– ১৯৬৯ সালে।
- তিনি যে ধরনের কবি– রবীন্দ্র কাব্যধারার গীতিকবিতা রচয়িতা।
- তাঁর প্রথম কবিতা– বাসন্তী ১৯২৬ সালে সওগাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা– বেগম।
- 'কহিল সে স্নিগ্ধ আঁখি তুলি'– বাক্যটিতে 'স্নিগ্ধ আঁখি' বলতে বোঝায়– উৎসুক চাহনি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কোন লেখক 'জননী সাহসিকা' বলে পরিচিত?
ক. সেলিনা হোসেন খ. সুফিয়া কামাল
গ. বেগম রোকেয়া ঘ. আশাপূর্ণ দেবী **খ**

২. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি-
ক. কামিনী রায় খ. খালেদা এদিব চৌধুরী
গ. বেগম সুফিয়া কামাল ঘ. নীলিমা ইব্রাহীম **গ**

৩. 'সাঁঝের মায়া' কাব্য কে রচনা করেন?
ক. সুফিয়া কামাল খ. বেগম রোকেয়া
গ. আশাপূর্ণ দেবী ঘ. স্বর্ণকুমারী দেবী **ক**

৪. 'একাত্তরের ডায়েরি' কার রচনা?
ক. সেলিনা হোসেন খ. সুফিয়া কামাল
গ. জাহানারা ইমাম ঘ. আয়েশা ফয়েজ **খ**

৫. শিশুতোষ গ্রন্থ 'ইতল বিতল' কে লিখেছেন?
ক. রাবেয়া খাতুন খ. নীলিমা ইব্রাহীম
গ. সুকুমার রায় ঘ. সুফিয়া কামাল **ঘ**

অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক

হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪)

হুমায়ুন আজাদ ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে (১৪ বৈশাখ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) বিক্রমপুরের বাড়িখালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী সত্যনিষ্ঠ, বহুমাত্রিক লেখক। তিনি একাধারে– কবি, ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, রাজনীতিক ভাষ্যকার এবং কিশোর সাহিত্যিক। ২২ আগস্ট, ২০০৪ সালে মিউনিখ ফ্লাটের নিজ কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যকর্ম:

- **উপন্যাস:** ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল (১৯৯৪), সব কিছু ভেঙ্গে পড়ে (১৯৯৫), শুভ্রব্রত তার সম্পর্কিত সুসমাচার (১৯৯৭), রাজনীতিবিদগণ (১৯৯৮), কবি অথবা দস্যু পুরুষ (১৯৯৯), পাক সার জামিন সাদ বাদ (২০০৪), আততায়ীদের সাথে কথোপকথন।
- **কাব্যগ্রন্থ: অলৌকিক ইস্টিমার (১৯৯৭২):** এটি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের অন্যতম কবিতা হলো– স্নানের জন্যে, জল দাও বাতাস। জ্বলো চিতাবাঘ (১৯৮০), সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে (১৯৮৫), কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু (১৯৯৮), আমি বেঁচেছিলাম অন্যদের সময়ে, আব্বুকে মনে পড়ে (১৯৮৯): এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাস।
- **কবিতা:** অলৌকিক ইস্টিমার (১৯৭৩), জ্বলো চিতাবাঘ (১৯৮০), সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে (১৯৮৫), যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল (১৯৮৭), কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু (১৯৯৮)।
- **প্রবন্ধ/কিশোর সাহিত্য:** লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী (১৯৭৬), কতো নদী সরোবর (১৯৮৭), নিবিড় নীলিশা, বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র।
- **গল্প:** যাদুকরের মৃত্যু।
- **সমালোচনা/প্রবন্ধ:** রবীন্দ্র প্রবন্ধ, রাষ্ট্র সমাজচিন্তা (১৯৭৩), শামসুর রাহমান, নিঃসঙ্গ শেরনী শিল্পকলার বিমান বিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, নারী (১৯৯২), দ্বিতীয় লিঙ্গ (১৯৯৯)।
- **ভাষাতত্ত্ব:** বাক্যতত্ত্ব (১৯৮৪), তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান (১৯৮৮)।
- **পুরস্কার:** বাংলা একাডেমি পুরস্কার ১৯৮৬।

লেখক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি:

- বিতর্কের কারণে তাঁর যে তিনটি গ্রন্থ সরকার বাজেয়াপ্ত করে– নারী, দ্বিতীয় লিঙ্গ, পাক সার জমিন সাদ বাদ।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসমূলক শিশুকিশোর রচনা হলো– লাল নীল দীপাবলি।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯)

কাব্যগ্রন্থ : মানচিত্র, ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ।
উপন্যাস: কর্ণফুলী, তেইশ নম্বর তৈলচিত্র, শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন, ক্ষুধা ও আশা, বিশৃঙ্খলা।
কর্ণফুলি উপন্যাসে উপজাতিদের জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে।
স্মৃতিস্তম্ভ কবিতাটি 'মানচিত্র' কাব্যের অন্তর্গত।
ছোটগল্প: জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৩), অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮), উজান তরঙ্গে (১৯৬২), জীবন জমিন (১৯৮৮)।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প: বৃষ্টি, শীষ ফোঁটার গান, কয়লা কুড়ানীর দল ইত্যাদি।

- ✪ 'জমাখরচ' গল্পটি সিলেটের চা-বাগানের কুলি-কামিনদের জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত।
- ✪ 'যখন সৈকত' গল্পে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ ও সেই সন্দেহ থেকে জিঘাংসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
- ✪ 'বাঘিনী' গল্পে বনের হিংস্র পশুর প্রতি মানুষের হৃদ্যতার কাহিনী ফুটে উঠেছে।
- ✪ 'বৃষ্টি' গল্পটির চলচ্চিত্র রূপায়ণ হয়েছে, পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (১৯৩৪-২০২২)

উপন্যাস: চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান, নাম না জানা ভোর, নীল যমুনা, শেষ রাত্রির চাঁদ, বাংলাদেশ কথা কয়।

গল্পগ্রন্থ : কৃষ্ণপক্ষ, সম্রাটের ছবি, সুন্দর হে সুন্দর।

- ✪ 'বৃত্ত' স্টিমার কোম্পানীর কুলিদের জীবনযাপন নিয়ে রচিত। এটি 'কৃষ্ণপক্ষ' গ্রন্থের অন্তর্গত।
- ✪ 'সম্রাটের ছবি' একজন যুবক জমিদারকে নিয়ে কমেডি ধাঁচের গল্প। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি- গানটির রচয়িতা- আবদুল গাফফার চৌধুরী। সুরকার- আলতাফ মাহমুদ।

শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)

উপন্যাস: কাঁশবনের কন্যা, কাঞ্চনমালা, জীবনবাসর, সমুদ্রবাসর, কাঞ্চন গ্রাম, জায়জঙ্গল, আলমগড়ের উপকথা।

গল্পগ্রন্থ: দুই হৃদয়ের তীরে, অনেক দিনের আশা, শাহের বানু, পথ জানা নেই, ঢেউ, পুঁই ডালিমের কাব্য, মজা গাঙের গান।

শামসুদ্দীন আবুল কালামের অধিকাংশ গল্প গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত এবং তাতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রভাবও তাঁর গল্পে লক্ষ করা যায়।

- ✪ 'লালবাতি' গল্পে একটি অসহায় দিনমজুর পরিবারের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-১৯৮৮)

ছোটগল্প: আবু জাফর শামসুদ্দিন একজন নিরীক্ষাপ্রবণ গল্পকার। তিনি গল্পের আঙ্গিক এবং অন্তঃপ্রকৃতি সম্পর্কে ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন।

গল্পগ্রন্থ : শেষরাত্রির তারা, রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা, ল্যাংড়ী, জীবন, এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য গল্প।

- ✪ 'উঙ্গিল গোশত' সামাজিক অসঙ্গতির প্রেক্ষিতে পরিকল্পিত অসহায় দাম্পত্য জীবনের কাহিনি।
- ✪ 'চোর' বস্তিবাসীদের জীবন-কাহিনি নিয়ে রচিত রোমান্সের গন্ধযুক্ত এক ভিন্ন স্বাদের গল্প।

বদরুদ্দিন উমর (১৯৩১-)

প্রবন্ধগ্রন্থ : সংস্কৃতির সংকট, যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, সাম্প্রদায়িকতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের মার্কসবাদ।

বদরুদ্দীন ওমর মার্কসবাদী তাত্ত্বিক। ভাষা-আন্দোলন-এর ইতিহাস প্রসঙ্গে তাঁর কাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ড. আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯)

প্রবন্ধগ্রন্থ: বিচিত্র চিন্তা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা, পুঁথির ফসল, স্বদেশ অন্বেষা, কালিক ভাবনা, বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য, প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, ইদানীং আমরা, কালের দর্পণে স্বদেশ।

ড. শরীফ মধ্যযুগের পুঁথি সম্পাদনা করে এক বিরাট সাহিত্য-দ্বার উন্মোচনের কাজ করেছেন। 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য' তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণাকর্ম।

রাবেয়া খাতুন (১৯৩৫-২০২১)

উপন্যাস : অনন্ত অন্বেষা, মধুমতী, মন এক শ্বেত কপোতী, রাজারবাগ, শালিমারবাগ, সাহেব বাজার, ফেরারী সূর্য।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)

তিনি পরাবাস্তব কবি। তিনি অশোক সৈয়দ নামে খ্যাত।

ছোটগল্প: আবদুল মান্নান সৈয়দ নিরীক্ষাধর্মী গল্প রচনায় বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। আঙ্গিক ও ভাষাভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা স্বাতন্ত্র্য অন্বেষী।

গল্পগ্রন্থ: সত্যের মতো বদমাশ, চলো যাই পরোক্ষে, অমরতার জন্য মৃত্যু, মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা

- ✪ 'একরাত্রি' এক কাজপাগল কেরানির নিষ্ঠাময় চাকরি জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'মার্চ' পরাবাস্তব চেতনাভিত্তিক গল্প। তিনি 'অশোক সৈয়দ' ছদ্মনামে লিখতেন।

শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮)

উপন্যাস : পিঙ্গল আকাশ, প্রদোষে প্রাকৃতজন, পূর্বরাত্রি পূর্বদিন, কুলায় কালস্রোত, দক্ষিণায়নের দিন, ওয়ারিশ।

ছোটগল্প: বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবনের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে শওকত আলীর বিভিন্ন গল্পে। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কনে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন।

ছোটগল্প: উন্মুল বাসনা, লেলিহান সাধ (১৯৭৮), শুন হে লখিন্দর।

- ✪ 'পিঙ্গল আকাশ' আকাশ আলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠতম উপন্যাস। এ উপন্যাসে নারীহৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও ব্যর্থতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।
- ✪ 'কুলায় কালস্রোত' উপন্যাসটি (১৯৬৫-৬৯) সময়ে ঢাকার উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ব্যক্তিজীবনের বিপর্যয়ের উপাখ্যান। রাখী নামক শিক্ষিত একজন নারীর ব্যক্তিজীবন রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত হয়। শেষ পর্যন্ত মুক্তির উদ্দেশ্যে সে ঢাকা ছেড়ে মফস্বল শহর ঠাকুরগাঁও-এর দিকে যাত্রা করে।
- ✪ 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' ইতিহাস ও ঐতিহ্য আশ্রিত উপন্যাস। রাজা লক্ষ্মণ সেনের শাসনামলে সামন্ত-মহাসামন্তদের শোষণ-বঞ্চনা-উৎপীড়ন, অন্ত্যজ প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ-সংগ্রাম এবং তুর্কী

আক্রমণের ফলে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাপক ভাঙাগড়ার পটভূমিতে এ উপন্যাস রচিত।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'কুলায় কালস্রোত' কার লেখা?**
ক. সুবোধ ঘোষ খ. মহাশ্বেতা দেবী
গ. ইমদাদুল হক মিলন ঘ. শওকত আলী **ঘ**

২. **'ওয়ারিশ' উপন্যাসের লেখক হচ্ছে-**
ক. শওকত ওসমান খ. শওকত আলী
গ. রফিক আজাদ ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **খ**

৩. **'প্রদোষে প্রাকৃতজন' গ্রন্থটি কার রচনা?**
ক. সেলিম আল দীন খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. শওকত ওসমান ঘ. শওকত আলী **ঘ**

৪. **তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি?**
ক. অক্টোপাস খ. কালো বরফ
গ. ক্রীতদাসের হাসি ঘ. নাঢ়াই **ঘ**

রশীদ করিম (১৯২৫-২৫ ডিসেম্বর, ২০১১

উপন্যাস: উত্তম পুরুষ, প্রসন্ন পাষাণ, আমার যত গ্লানি, প্রেম একটি লাল গোলাপ, মায়ের কাছে যাচ্ছি, পদতলে রক্ত।

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৪-২০২০)

উপন্যাস : কত ছবি কত গান।
এটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উপন্যাস। সংগ্রামী মানুষের কথা এ উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে।

সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯১৮-১৯৮৬)

উপন্যাস: অনেক সূর্যের আশা, আদিগন্ত, বেগম সেফালী মীর্জা, বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ ইত্যাদি।
ছোটগল্প: গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহজ-সরল রূপায়নে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সরদার জয়েন উদ্দীন।
খরস্রোত, নয়নঢুলি, অষ্টপ্রহর, বীর কণ্ঠীর বিয়ে, বেলা ব্যানার্জির বিয়ে।

- ✪ 'করালী' গল্পে পল্লী অঞ্চলে সামন্ত প্রভূদেব বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।
- ✪ 'বাতাসী' নামক একটি ঘুড়ির জীবন-কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠা গল্প হল 'বাতাসী'।
- ✪ 'মা' গল্পটি ভিক্ষুক 'ফতেজান' ও চুরি করে আনা একটি শিশুকে নিয়ে গড়ে ওঠা মর্মস্পর্শী গল্প।

আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০০)

প্রবন্ধ: জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১), যদ্যপি আমার গুরু, শতবর্ষের ফেরারী।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৯-২০০৮)

তিনি বিচিত্রমুখী সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী। মূলত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনায় তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন।
প্রবন্ধগ্রন্থ: আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বাংলা কবিতার ছন্দ, বাংলা সাহিত্যে বাঙালি ব্যক্তিত্ব।

ড. আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০)

ড. আনিসুজ্জামান গবেষণা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। 'মুসলিম মানস ও অন্যান্য সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০১৪ সালে তিনি ভারতীয় পুরস্কার 'পদ্মভূষণ' পদক লাভ করেন।
প্রবন্ধগ্রন্থ: স্বরূপের সন্ধানে, আঠারো শতকের বাংলা চিঠি, পুরানো বাংলা গদ্য।

আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ রাত্রিশেষ (১৯৪৭)। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলো ছায়া হরিণ, সারা দুপুর, আশায় বসতি, মেঘ বলে চৈত্রে যাব, দুই হাতে দুই আদিম পাথর, প্রেমের কবিতা, বিদীর্ণ দর্পণে মুখ।

সিকান্দার আবু জাফর

'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)। তাঁর উপন্যাসগুলো হলো মাটি আর অশ্রু, জয়ের পথে, নতুন সকাল, নবী কাহিনী।
কাব্যগ্রন্থ: প্রসন্ন প্রহর, বৈরীবৃষ্টিতে তিমিরান্তিক, বৃশ্চিক লগ্ন।
নাটক: 'শকুন্ত উপাখ্যান', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মহাকবি আলাওল'।

আব্দুল্লাহ আল মামুন (১৯৪২-২০০৮)

নাটক : সুবচন নির্বাসনে, এমন দুঃসময়, এবার ধরা দাও, শাহজাদীর কালো নেকাব, চারিদিকে যুদ্ধ, এখনও ক্রীতদাস, মেরাজ ফকিরের মা।
উপন্যাস : মানব তোমার সারাজীবন, হায় পার্বতী, খলনায়ক।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)

তিনি পরাবাস্তব কবি। তিনি 'অশোক সৈয়দ' ছদ্মনামে লিখতেন।
কাব্যগ্রন্থ: জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ, জ্যোৎস্না রোদের চিকিৎসা, মাছ সিরিজ, সকল প্রশংসা তাঁর, কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড।

নুরুল মোমেন (১৯০৮-১৯৯০)

নেমেসিস নাটকের রচয়িতা নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৯০)। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত। তাঁর অন্যান্য নাটকগুলো হলো রূপান্তর, যদি এমন হতো, নয়া খান্দান, আলোছায়া, শতকরা আশি, আইনের অন্তরালে, যেমন ইচ্ছা তেমন ইত্যাদি। তাঁর রম্যগ্রন্থগুলো হলো বহুরূপ, নর-সুন্দর, হিংটিংছট।

মামুনুর রশীদ (১৯৪৮-)

নাটক: গিনিপিগ, ইবলিশ, ওরা কদম আলী, ওরা আছে বলেই, জয় জয়ন্তী, খোলা দুয়ার, মে দিবস, এখানে নোঙর, অববাহিকা, নীরা, সমতট, পাথর, লেবেদেফ প্রভৃতি।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

তিনি হাসির গানের রাজা হিসেবে পরিচিত। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীমূলক রচনার নাম 'দেশে বিদেশে'। 'চাচাকাহিনী' তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

গল্পগ্রন্থ: চাচাকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, ধূপছায়া, শবনম, অবিশ্বাস্য, জলে ডাঙ্গায়, চতুরঙ্গ, পরশ পাথর, পাদটীকা ইত্যাদি।

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)

তাঁর ছদ্মনাম 'পরশুরাম'। তিনি হাস্যরসিক গল্পকার হিসেবে পরিচিত।

মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৮)

'মোস্তফা চরিত' মওলানা আকরম খাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধগ্রন্থ। গ্রন্থটি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'চাচা কাহিনী' গল্পগ্রন্থের লেখক কে?**
ক. আবুল মনসুর আহমেদ খ. সৈয়দ মুজতবা আলী
গ. আনোয়ার পাশা ঘ. রাজ শেখর বসু **খ**

২. **'পরশুরাম' কার ছদ্মনাম?**
ক. আনোয়ার পাশা খ. রাজশেখর বসু
গ. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ঘ. কায়কোবাদ **খ**

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১০ই জুলাই, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১০ সালে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃত বিষয়ে বি.এ অনার্স পাস করেন। ১৯১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্যারিসের সোরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে ডিপ্লোমা এবং ডি.লিট. ডিগ্রি লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১৩ই জুলাই, ১৯৬৯ সালে ঢাকায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জীবনাবসান ঘটে।

গবেষণামূলক ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক রচনা: সিদ্ধা কাহ্নপার গীত ও দোহা (১৯২৬), ভাষাতত্ত্ব : ভাষা ও সাহিত্য (১৯৩১), বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৫৮), বাংলা ব্যাকরণ (১৯৩৫), বাংলা সাহিত্যের কথা (১ম খ- ১৯৫৩, ২য় খ- ১৯৬৫), বৌদ্ধ মর্মবাদীর গান (১৯৬০)

প্রবন্ধ পুস্তক: পল্লী সাহিত্য (১৯৩৮), ইকবাল (১৯৪৫), আমাদের সমস্যা (১৯৪৫), বাংলা আদব কি তারিখ (১৯৫৭), Eassy on Islam (১৯৪৫), Traditional Culture in East Pakistan (১৯৬৩)।

অনুবাদ গ্রন্থ: দীওয়ানে হাফিজ (১৯৩৮), অমিয়শতক (১৯৪০), রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়ম (১৯৪২), মহানবী (১৯৪৬), বাইঅতনামা (১৯৪৮), বিদ্যাপতি শতক (১৯৫৪), কুরআন প্রসঙ্গ (১৯৬২), মহররম শরীফ (১৯৬২), অমর কাব্য (১৯৬৩), ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩), Hundred Saying of the Holy Prophet (১৯৪৫), Buddhist Mystic Songs (১৯৬০)।

সংকলন: পদ্মাবতী (১৯৫০), প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), গল্প সংকলন (১৯৫৩), দুই খ- প্রকাশিত আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

সম্পাদনা: আঙ্গুর (শিশু পত্রিকা- ১৯২০), দি পিস (ইংরেজি মাসিক-১৯২৩), বঙ্গভূমি (মাসিক সাহিত্য পত্রিকা- ১৯৩৭), তকবীর (পাক্ষিক পত্রিকা ১৯৪৭)।

পুরস্কার: ১৯৬৭ সালে ফরাসি সরকার কর্তৃক 'নাইট অব দি অর্ডারস অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স" পদক পান। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মান' প্রাইড অব পারফরম্যান্স' পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইমেরিটাস প্রফেসার পদ লাভ করেন।

সম্পাদিত পত্রিকা: তাঁর প্রথম সম্পাদিত পত্রিকার নাম আঙ্গুর (১৯২০)। তাঁর সম্পাদিত 'দি পিস' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালে। বঙ্গভূমি (মাসিক, ১৯৩৭), তকবীর (পাক্ষিক, ১৯৪৭)।

উক্তি: কিছুই অসাধ্য নহে– পঙ্গুর পর্বত লঙ্ঘন ও সম্ভব। আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য; তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ১৮৯৮ সালের ২ মার্চে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের ঘোড়াশালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মূলত একজন গদ্যশিল্পী। তিনি ২ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল সিতারা-ই-ইমতিয়াজ। ১৯৬৩ সালে তিনি দাউদ পুরস্কার লাভ করেন, যে গ্রন্থের জন্য– নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ।

গদ্যগ্রন্থ:
- পারস্য প্রতিভা (১ম খ- ১৯২৪, ২য় খ- ১৯৩২)
- মানুষের ধর্ম (১৯৩৪)
- নয়া জাতির স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ।

পুরস্কার:
- বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬০)
- দাউদ পুরস্কার (১৯৬৩)
- প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পারফরমেন্স পদক (১৯৭০)।

মুহম্মদ আব্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)

তিনি শিক্ষাবিদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত। 'বিলাতে সাড়ে সাতশ দিন' তাঁর রচিত ভ্রমণকাহিনী। তিনি সৈয়দ আলী আহসানকে সঙ্গে নিয়ে রচনা করেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'।

প্রবন্ধগ্রন্থ: ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য, তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২)

তিনি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সহায়তায় 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

প্রবন্ধগ্রন্থ: মনীষা মঞ্জুষা, চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ।

কাজী মোতাহার হোসেন

তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা (১৯২৬)। একাধারে সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, দাবাড়ু, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী। তিনি শিখা (১৯২৭) পত্রিকার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন। তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধগ্রন্থ হলো 'সঞ্চায়ন'।

ড. কাজী দীন মোহাম্মদ : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (চার খ-)।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'সংস্কৃতি কথা' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী

'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।"

নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) গ্রন্থ : 'বাঙালির ইতিহাস'।

ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)

গ্রন্থ : 'আনোয়ার পাশা', 'ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র'।
নাটক : কাফেলা, কামাল পাশা, আনোয়ারা।

আবুল ফজল

আবুল ফজল ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপনা করতেন। তিনি ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হন। তিনি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১)

প্রবন্ধগ্রন্থ: রবি পরিক্রমা, সাহিত্যের নবরূপায়ন, বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার। 'রবি পরিক্রমা' রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তাঁর কতিপয় প্রবন্ধের সংকলন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত-
ক. ভাষাতত্ত্ববিদ খ. সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
গ. ইসলাম প্রচারক ঘ. সমাজ সংস্কারক **ক**

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা?
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
গ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঘ. বাংলা সাহিত্যের কথা **ঘ**

৩. 'সঞ্চায়ন' প্রবন্ধটির রচয়িতা কে?
ক. কাজী মোতাহের হোসেন খ. আবুল হুসেন
গ. কাজী আবদুল ওদুদ ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম **ক**

৪. 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধটির রচয়িতার নাম-
ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ. গোপাল হালদার
গ. আবুল ফজল ঘ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ **ক**

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)

রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা আধুনিক কবিতাঙ্গনে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একজন খ্যাতিমান কবি। তিরিশের পাঁচজন প্রধান কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁকে বলা হয় 'ক্লাসিক কবি'। তাঁর কাব্য চর্চায় ব্যক্তিগত বিশ্বাস হচ্ছে- তিনি নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই দর্শন বাংলা কবিতায় এক নতুন সংযোজন।

কাব্যগ্রন্থ: 'তন্বী' (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তর ফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫৬), দশমী (১৯৫৬)।
[প্রথম কাব্যগ্রন্থ তন্বী]

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

তিনি মার্ক্সবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে কিশোর কবি হিসেবে খ্যাত। ১৯৪৭ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্য হলো 'ছাড়পত্র'।

সমর সেন

চল্লিশের দশকের এই কবিকে 'নাগরিক কবি' বলা হয়। তাঁর কবিতার একটি বিখ্যাত উক্তি : 'আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন'।

বন্দে আলী মিয়া (১৯৩৭-১৯৭৯)

কাব্যগ্রন্থ : ময়নামতীর চর, পদ্মা নদীর চর

সুফী মোতাহার হোসেন (১৯০৭-১৯৭৫)

কাব্যগ্রন্থ : সনেট সংগ্রহ, সনেট সঞ্চয়ন, সনেট শতক, সনেট মালা।

আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)

বাংলা সাহিত্যে ছান্দসিক কবি হলেন আব্দুল কাদির। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ দিলরুবা, উত্তর বসন্ত।

এক কথায় উত্তর

০১. 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
— শামসুদ্দিন আবুল কালাম।

০২. 'যাপিত জীবন' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
— সেলিনা হোসেন।

০৩. 'বিশ শতকের মেয়ে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
— ড. নীলিমা ইব্রাহিম।

০৪. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
— আলাউদ্দিন আল আজাদ।

০৫. 'ধান কন্যা' নামক গল্পগ্রন্থ কে রচনা করেছেন?
— আলাউদ্দিন আল আজাদ।

০৬. শহিদ মিনার সম্পর্কে লেখা কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ' কার লেখা?
— আলাউদ্দিন আল আজাদ।

০৭. 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
— শওকত ওসমান।

০৮. 'ক্রীতদাসের হাসি'-এর রচয়িতা
— শওকত ওসমান।

০৯. 'কাঁকর মনি' নাটকটি কে লিখেছেন?
— শওকত ওসমান।

১০. 'শঙ্খনীল কারাগার' উপন্যাসটি কার লেখা?
— হুমায়ুন আহমেদ।

১১. 'আজ রবিবার' নাটকটি কে রচনা করেন?
— হুমায়ুন আহমেদ।

১২. 'বহুব্রীহি' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
— হুমায়ুন আহমেদ ।

১৩. 'এলেবেলে' বইটি কার লেখা?
— হুমায়ুন আহমেদ ।

১৪. 'নন্দিত নরকে'-কার লেখা উপন্যাস?
— হুমায়ুন আহমেদ ।

১৫. 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' এর লেখক–
— সেলিনা হোসেন

১৬. 'ক্রীতদাসের হাসি' শওকত ওসমান রচিত একটি–
— উপন্যাস

১৭. 'অয়োময়' নাটকটির রচয়িতা কে?
— হুমায়ুন আহমেদ ।

১৮. হুমায়ুন আহমেদ রচিত ছোটগল্প–
— আনন্দ বেদনার কাব্য, নিশিকাব্য, এলেবেলে, জলকন্যা, নলিহাতি ।

১৯. সুন্দরবনের বনজঙ্গল ঘেরা পরিবেশের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস–
— জায়জঙ্গল ।

২০. শামসুদ্দিন আবুল কালামের জেলে ও বেদেদের লৌকিক জীবন অবলম্বনে রচিত উপন্যাস–
— কাশবনের কন্যা ও কাঞ্চনমালা ।

২১. সেলিনা হোসেনের দেশবিভাগ ও ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত উপন্যাস–
— 'যাপিত জীবন' ।

২২. বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের পথিকৃৎ-
— হুমায়ুন আহমেদ ।

২৩. আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক–
— নরকে লাল গোলাপ ।

২৪. আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম–
— বসুন্ধরা ।

২৫. 'সুবচন নির্বাসনে' নাটকটির রচয়িতা কে?
— আবদুল্লাহ আল মামুন ।

২৬. 'ওরা কদম আলী' নাটকটির রচয়িতা কে?
— মামুনুর রশীদ ।

২৭. 'চাকা' গ্রন্থটির রচয়িতা–
— সেলিম আল দীন ।

২৮. 'জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন, এক্সপ্লোসিভ ও মূল সমস্যা, চরকাকড়ার ডকুমেন্টারী'-প্রভৃতি নাটকের নাট্যকার–
— সেলিম আল দীন ।

২৯. 'কিত্তনখোলা' নাটকটির রচয়িতা কে?
— সেলিম আল দীন ।

৩০. সেলিম আল দীন রচিত নাটক–
— বন পাংশুল, কেরামত মঙ্গল, হাতহদাই, যৈবতী কন্যার মন, সর্প বিষয়ক গল্প, হরগজ ।

৩১. 'নাট্যচার্য' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন কোন নাট্যকার?
— সেলিম আল দীন ।

৩২. 'রমনা পার্কে' নাটকটি কে রচনা করেছেন?
— ড. নীলিমা ইব্রাহিম ।

৩৩. একুশে ফেব্রুয়ারি কী ধরনের রচনা
- কবিতা সংকলন ।

৩৪. 'নাট্যাচার্য' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন কোন নাট্যকার?
- সেলিম আল দীন ।

৩৫. 'সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'
পঙক্তিদ্বয় কোন কবিতা হতে নেয়া হয়েছে?
— পরার্থে ।

৩৬. নির্মলেন্দু গুণের কাব্যগ্রন্থ–
— বাংলার মাটি বাংলার জল ।

৩৭. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ রচিত কাব্যগ্রন্থ-
— সাতনরী হার, আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি, বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা ।

৩৮. আহসান হাবীবের কোন কবিতাগুলো পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে?
— ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ।

৩৯. কবি আহসান হাবীবের কবিতার বৈশিষ্ট্য কি?
— প্রকৃতি প্রেম ।

৪০. কবি শামসুর রাহমান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
— ঢাকা জেলায় । তাঁর পৈত্রিক নিবাস নরসিংদী জেলার পাহাড়তলী গ্রামে ।

৪১. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কার লেখা?
— শামসুর রাহমান ।

৪২. শামসুর রাহমানের কবিতার বইয়ের নাম-
— প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে, নিজ বাসভূমে, মাতাল ঋত্বিক, কবিতার সঙ্গে গেরস্থালী, ইকারুসের আকাশ, শূন্যতায় তুমি শোকসভা, বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, রৌদ্র করোটিতে, বন্দী শিবির থেকে, বিধ্বস্ত নীলিমা ইত্যাদি ।

৪৩. 'এই বাঙ্গালায় তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা'- উক্তিটি কার?
— শামসুর রাহমান ।

৪৪. 'একাত্তরের ডায়েরি' কার রচনা?
— সুফিয়া কামাল ।

৪৫. শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী–
— কালের ধুলোয় লেখা ।

৪৭. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি হলেন–
— বেগম সুফিয়া কামাল ।

৪৮. 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থ কে রচনা করেন?
— বেগম সুফিয়া কামাল ।

৪৯. 'জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে'।- এই কবিতাংশটুকুর কবি কে?
— বেগম সুফিয়া কামাল ।

৫০. বেগম সুফিয়া কামাল কোন ধরনের কবি?
— গীতিকবি ।

৫১. 'মাগো ওরা বলে' কবিতাটি কার লেখা?
— আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ।

৫২. 'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
— আহসান হাবীব।

৫৩. 'সারা দুপুর' কাব্যটির রচয়িতা কে?
— আহসান হাবীব।

৫৪. 'পাহাড়তলী' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কোন কবি?
— শামসুর রাহমান।

৫৫. 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কার রচিত কাব্যগ্রন্থ?
— শামসুর রাহমান।

৫৬. 'বিধ্বস্ত নীলিমা'র কবি–
— শামসুর রাহমান।

৫৭. 'স্বাধীনতা তুমি, রবি ঠাকুরের অজর কবিতা'- কথাটি কার রচনা?
— শামসুর রাহমান।

৫৮. 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
— শামসুর রাহমান।

৫৯. 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতাটির রচয়িতা–
— কবি সুফিয়া কামাল।

৬০. কবি সুফিয়া কামালের কাব্যগ্রন্থ–
— মায়া কাজল।

৬১. 'মোদের গরব, মোদের আশা' লিখেছেন–
— অতুল প্রসাদ সেন।

৬২. 'অনাথিনী' কোন লেখকের প্রথম উপন্যাস?
— খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন।

৬৩. 'আবার আসিব ফিরে এই ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়'- এই লাইনটি কোন কবির কবিতায় পাওয়া যায়?
— জীবনানন্দ দাশ।

৬৪. আহমদ ছফা কোন কোন গ্রন্থ লিখেছেন?
— যদ্যপি আমার গুরু, ঝংকার, গাভীবৃত্তান্ত।

৬৫. 'দুদিনের খেলাঘর' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
— আকবর হোসেন।

৬৬. 'আনন্দের মৃত্যু' উপন্যাসটির রচয়িতা হচ্ছেন-
— সৈয়দ শামসুল হক।

৬৭. 'কুলায় কালস্রোত' কার লেখা?
— শওকত আলী।

৬৮. "ওয়ারিশ" উপন্যাসটির লেখক হচ্ছে-
— শওকত আলী।

৬৯. 'চিলেকোঠার সেপাই', 'খোয়াবনামা' কার রচনা?
— আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

৭০. শওকত আলীর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস–
— যাত্রা (১৯৭৬)।

৭১. জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ কিসের পরিচায়ক?
— স্বদেশপ্রীতি ও নিসর্গময়তা।

৭২. কার কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলা হয়েছে?
— জীবনানন্দ দাশের।

৭৩. জীবননান্দ দাশ প্রধানত–
— প্রকৃতির কবি।

৭৪. সত্তরের দশকের একজন কবির নাম–
— রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

৭৫. 'আমি ভালো আছি, তুমি?' বাক্যটির রচয়িতা–
— দাউদ হায়দার।

৭৬. 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' ও 'নারকীয় ভুবনের কবিতা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা কে?
— দাউদ হায়দার।

৭৭. 'রাজা যায় রাজা আসে'-কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা-
— আবুল হাসান।

৭৮. 'মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংকলনের দলিলপত্র' কে সম্পাদনা করেন?
— হাসান হাফিজুর রহমান।

৭৯. 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা' কাব্যগ্রন্থের কবি কে?
— শহীদ কাদরী।

৮০. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকের প্রেক্ষাপট কি?
— মুক্তিযুদ্ধের শেষ।

৮১. 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'-এটি কার লেখা?
— সৈয়দ শামসুল হক।

৮২. 'নূরলদীনের সারা জীবন' নাটকটির রচয়িতা কে?
— সৈয়দ শামসুল হক।

৮৩. 'সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে' ঘুরেছেন–
— জীবনানন্দ দাশ।

৮৪. 'পারস্য প্রতিভা', 'বিদায় হজ্জ' প্রবন্ধের রচয়িতা কে?
— মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ।

৮৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন?
— মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান।

৮৬. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?
— আঙ্গুর।

৮৭. 'ছাড়পত্র' কবিতাটি কার রচনা?
— সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৮৮. 'আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন'- কোন কবি বলেছেন?
— সমর সেন।

৮৯. বাংলা সাহিত্যে 'কিশোর কবি' নামে পরিচিত–
— সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৯০. 'রূপসী বাংলা' কে রচনা করেন?
— জীবনানন্দ দাশ।

৯১. জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
— ঝরা পালক।

৯২. ত্রিশের দশকের সবচেয়ে 'তথাকথিত' কোন গণবিচ্ছিন্ন কবি এখন বেশি জনপ্রিয়?
— জীবনানন্দ দাশ।

৯৩. 'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি'- কোন কবি এ কথা বলেছিলেন?
— জীবনানন্দ দাশ।

৯৪. বাংলা সাহিত্যের একজন আধুনিক কবি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে 'এডগার এলান পো' বিরচিত 'টু হেলেন' কবিতা থেকে কোন কবিতাটি রচনা করেন?
— বনলতা সেন।

৯৫. জীবনানন্দ দাশের জন্ম কত সালে?
— ১৮৯৯

Teacher's Work

১. 'আমার দেখা নয়াচীন' কে লিখেছেন? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. মওলানা ভাসানী খ. আবুল ফজল
গ. শহীদুল্লা কায়সার ঘ. শেখ মুজিবুর রহমান **উ: ঘ**

২. ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস কোনটি? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. 'তেইল নম্বর তৈলচিত্র' খ. 'ক্ষুধা ও আশা'
গ. 'কর্ণফুলি' ঘ. 'ধানকন্যা' **উ: গ**

৩. 'নীললোহিত' কোন লেখকের ছদ্মনাম? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. অরুণ মিত্র খ. সমরেশ বসু
গ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঘ. সমরেশ মজুমদার **উ: গ**

৪. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. 'কাঁদো নদী কাঁদো' খ. 'নেকড়ে অরণ্য'
গ. 'রাঙা প্রভাত' ঘ. 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' **উ: খ**

৫. 'মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায়'– কে রচনা করেন এই কাব্যাংশ? *[৪৩তম বিসিএস]*
ক. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত খ. প্রেমেন্দ্র মিত্র
গ. সমর সেন ঘ. জীবনানন্দ দাশ **উ: ক**

৬. 'পরানের গহীন ভিতর' কাব্যের কবি কে? *[৪১তম বিসিএস]*
ক. অসীম সাহা খ. অরুণ বসু
গ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **উ: ঘ**

৭. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি? *[৩৮তম বিসিএস]*
ক. নেকড়ে অরণ্য খ. বন্দী শিবির থেকে
গ. নিষিদ্ধ লোবান ঘ. প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম **উ: খ**

৮. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার সম্পাদকের নাম কী? *[৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মুনীর চৌধুরী খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. গাজীউল হক **উ: খ**

৯. "ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।"- কে বলেছেন? *[৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মোতাহের হোসেন চৌধুরী খ. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
গ. প্রমথ চৌধুরী ঘ. কাজী আব্দুল ওদুদ **উ: ক**

১০. মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? *[৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
খ. আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
গ. ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা
ঘ. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব **উ: ঘ**

১১. 'অলৌকিক ইস্টিমার' গ্রন্থের রচয়িতা কে? *[৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. হুমায়ুন আজাদ খ. হেলাল হাফিজ
গ. আসাদ চৌধুরী ঘ. রফিক আজাদ **উ: ক**

১২. 'আসাদের শার্ট' কবিতার লেখক কে? *[৩৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. আল মাহমুদ খ. আব্দুল মান্নান সৈয়দ
গ. অমিয় চক্রবর্তী ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

১৩. কোনটি শওকত ওসমানের রচনা নয়? *[৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. চৌরসন্ধি খ. ক্রীতদাসের হাসি
গ. ভেজাল ঘ. বনি আদম **উ: গ**

১৪. মুনীর চৌধুরীর অনূদিত নাটক কোনটি? *[৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কবর খ. চিঠি
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. মুখরা রমনী বশীকরণ **উ: ঘ**

১৫. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক — *[৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. সুবচন নির্বাসনে খ. রক্তাক্ত প্রান্তর
গ. নুরলদীনের সারা জীবন ঘ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় **উ: ঘ**

১৬. "প্রাণের বান্ধব রে বুড়ি হইলাম তোর কারণে।"- গানটির গীতিকার কে? *[৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. শাহ আবদুল করিম খ. শেখ ওয়াহিদ
গ. রাধারমন ঘ. কুদ্দুস বয়াতি **উ: খ**

১৭. 'হুলিয়া' কবিতাটি কার লেখা? *[৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. আবুল হাসান খ. মহাদেব সাহা
গ. আবুল হোসেন ঘ. নির্মলেন্দু গুণ **উ: ঘ**

১৮. 'মিলির হাতে স্টেনগান'- গল্পটি কার লেখা? *[৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস খ. শওকত ওসমান
গ. শহীদুল জহির ঘ. শওকত আলী **উ: ক**

১৯. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? *[৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ক্রীতদাসের হাসি খ. মাটি আর অশ্রু
গ. হাঙর নদী গ্রেনেড ঘ. সারেং বড় **উ: গ**

২০. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা'- কার কবিতা? *[৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. শওকত ওসমান খ. সিকান্দার আবু জাফর
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

২১. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক কোনটি? *[৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কবর খ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ. জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন ঘ. ওরা কদম আলী **উ: ক**

২২. সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি? *[৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. পঞ্চতন্ত্র খ. কালান্তর
গ. প্রবন্ধ সংগ্রহ ঘ. শাশ্বত বঙ্গ **উ: ক**

২৩. কোন গ্রন্থটি সুকান্ত ভট্টাচার্য কর্তৃক রচিত? *[৩৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. হরতাল খ. পালাবদল
গ. উত্তীর্ণ পঞ্চাশে ঘ. অন্বিষ্ট সম্পর্ক **উ: ক**

২৪. অশোক সৈয়দ কার ছদ্মনাম? *[৩১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. আবদুল মান্নান সৈয়দ খ. সৈয়দ আজিজুল হক
গ. আবু সায়ীদ আইয়ুব ঘ. সৈয়দ শামসুল হক **উ: ক**

২৫. গাড়ি চলে না, চলে না, চলে নারে ..... গানের গীতিকার কে? *[৩১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. সঞ্জীব চৌধুরী খ. বাপ্পা মজুমদার
গ. শাহ আবদুল করিম ঘ. দাশরথি রায় **উ: গ**

২৬. শওকত ওসমান রচিত 'জাহান্নাম হতে বিদায়'- গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় হলো- *[২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ভাষা আন্দোলন খ. মুক্তিযুদ্ধ
গ. তেভাগা আন্দোলন ঘ. মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় গতি-প্রকৃতি **উ: খ**

২৭. শওকত ওসমান কোন উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ করেন? *[২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বনী আদম খ. জননী
গ. চৌরসন্ধি ঘ. ক্রীতদাসের হাসি **উ: ঘ**

২৮. জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধগ্রন্থ কোনটি? *[২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. কবিতার কথা
গ. ঝরা পালকের কবি ঘ. দুর্দিনের যাত্রী **উ: খ**

২৯. 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি'- কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা- *[২৭তম ও ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ফজল শাহাবুদ্দিন খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. নির্মলেন্দু গুণ ঘ. আল মাহমুদ **উ: খ**

৩০. কোনটি উপন্যাস? *[২৭তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. নতুন চাঁদ খ. কন্যা কুমারী
গ. গড্ডলিকা ঘ. নেমেসিস **উ: খ**

৩১. কোন নাটকটি সেলিম আল দীনের- *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মুনতাসীর ফ্যান্টাসী খ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ. কবর ঘ. বহুব্রীহি **উ: ক**

৩২. 'নেমেসিস' কোন জাতীয় রচনা? *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কাব্য খ. নাটক
গ. উপন্যাস ঘ. গীতি কবিতা **উ: খ**

৩৩. নূরুল মোমেনের বিখ্যাত নাটক কোনটি? *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. নষ্ট ছেলে খ. ওরা কদম আলী
গ. গিনিপিগ ঘ. নেমেসিস **উ: ঘ**

৩৪. 'নেমেসিস' নাটকে নূরুল মোমেন কোন বিষয়কে তুলে ধরেছেন? *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ খ. ঊনপঞ্চাশের মন্বন্তর
গ. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ঘ. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ **উ: খ**

৩৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম- *[২৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ. বাংলা সাহিত্যের কথা
গ. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঘ. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত **উ: খ**

৩৬. কোনটি মুহম্মদ এনামুল হকের রচনা? *[২৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ভাষার ইতিবৃত্ত খ. আধুনিক ভাষাতত্ত্ব
গ. মনীষা মঞ্জুষা ঘ. বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান **উ: গ**

৩৭. 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা? *[২৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ. ছোট গল্প **উ: খ**

৩৮. 'উত্তম পুরুষ' উপন্যাসের রচয়িতা- *[২৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. রশীদ করিম খ. শওকত ওসমান
গ. শওকত আলী ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ **উ: ক**

৩৯. কোন সাহিত্যাদর্শের মর্মে নৈরাশ্যবাদ আছে? *[২৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. রোমান্টিসিজম খ. আধুনিকতাবাদ
গ. উত্তরাধুনিকতাবাদ ঘ. বাস্তববাদ **উ: গ**

৪০. 'কাশবনের কন্যা' গ্রন্থটির লেখক কে? *[২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]*
ক. শামসুদ্দীন আবুল কালাম খ. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
গ. আবুল কালাম শামসুদ্দীন ঘ. সরদার জয়েন উদ্দীন **উ: ক**

৪১. বাংলা একাডেমির 'আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা কে করেন? *[২৪তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]*
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ এনামুল হক
গ. মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই **উ: ক**

৪২. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কার রচনা? *[২৪তম ও ২১তম বিসিএস (বাতিল) পরীক্ষা]*
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ আবদুল হাই
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী **উ: ক**

৪৩. কখনো উপন্যাস লেখেননি- *[২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কাজী নজরুল ইসলাম খ. জীবনানন্দ দাশ
গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঘ. বুদ্ধদেব বসু **উ: গ**

৪৪. 'দুধেভাতে উৎপাত' গল্পগ্রন্থের রচয়িতা- *[২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. শওকত ওসমান খ. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. হাসান আজিজুল হক **উ: গ**

৪৫. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত 'কবর' নাটকের নাট্যকার কে? *[২১তম, ১৮তম ও ১০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. কবীর চৌধুরী খ. মুনীর চৌধুরী
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. মুনতাসির মামুন **উ: খ**

৪৬. কোনটি শামসুর রাহমানের রচনা? *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি খ. নির্জন স্বাক্ষর
গ. নিরালোকে দিব্যরথ ঘ. নির্বাণ **উ: গ**

৪৭. 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' গ্রন্থ কে রচনা করেছেন? *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মোতাহের হোসেন খ. বিনয় ঘোষ
গ. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ঘ. রাধারমন মিত্র **উ: গ**

৪৮. 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনের প্রথম সম্পাদক কে? *[২০তম ও ১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. বেগম সুফিয়া কামাল
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. আবুল বরকত **উ: ক**

৪৯. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস? *[২০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় খ. আগুনের পরশমনি
গ. চিলেকোঠার সেপাই ঘ. রাজা যায় রাজা আসে **উ: খ**

৫০. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারির রচয়িতা- *[১৯তম ও ১০তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. শামসুর রাহমান খ. আলতাফ মাহমুদ
গ. হাসান হাফিজুর রহমান ঘ. আবদুল গাফফার চৌধুরী **উ: ঘ**

৫১. জীবনানন্দ দাশের জন্মস্থান কোথায়? *[১৬তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. বরিশাল জেলা খ. ফরিদপুর জেলা
গ. গোলাম মোস্তফা ঘ. আবুল হোসেন **উ: ক**

৫২. 'সোনালী কাবিন' এর রচয়িতা কে? *[১৫তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. হাসান হাফিজুর রহমান খ. আল মাহমুদ
গ. হুমায়ূন আহমদ ঘ. শক্তি চট্টোপাধ্যায় **উ: খ**

৫৩. কোনটি ইব্রাহিম খাঁর গ্রন্থ নয়? *[১৪তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. আনোয়ার পাশা খ. ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র
গ. কুচবরণ কন্যা ঘ. সোনার শিকল **উ: গ**

৫৪. জীবনানন্দ দাশের রচিত কাব্যগ্রন্থ- *[১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. নিরলোকে দিব্যরথ
গ. একক সন্ধ্যায় বসন্ত ঘ. উত্তর ফাল্গুনী **উ: ক**

৫৫. কোনটি ঐতিহাসিক নাটক? *[১৩তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. শর্মিষ্ঠা খ. রাজসিংহ
গ. রক্তাক্ত প্রান্তর ঘ. পলাশীর যুদ্ধ **উ: গ**

৫৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত- *[১২তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. ভাষাতত্ত্ববিদ খ. সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
গ. ইসলাম প্রচারক ঘ. সমাজ সংস্কারক **উ: ক**

৫৭. 'রূপসী বাংলার কবি কে? *[১২তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. জসীমউদ্‌দীন **উ: গ**

৫৮. 'চাচা কাহিনী'র লেখক কে? *[১১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ. দিলারা হাশেম
গ. আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ. সরদার জয়েনউদ্দিন **উ: ক**

৫৯. 'মোস্তফা চরিত' প্রবন্ধগ্রন্থের রচয়িতা কে? *[১১তম বিসিএস পরীক্ষা]*
ক. মওলানা আকরাম খাঁ খ. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

গ. এস ওয়াজেদ আলী ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই উ: ক

৬০. কোনটি উপন্যাস নয়?
ক. দিবরাত্রির কাব্য খ. হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ. কবিতার কথা ঘ. পথের পাঁচালী উ: গ

৬১. বেগম সুফিয়া কামাল কোন ধরনের কবি?
ক. মহাকবি খ. গীতিকবি
গ. পল্লীকবি ঘ. ছন্দের কবি উ: খ

৬২. 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসটির লেখক কে?
ক. আবু রুশদ খ. শওকত ওসমান
গ. আহসান হাবিব ঘ. আবুল ফজল উ: খ

৬৩. 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. জহির রায়হান খ. শিশির ভাদুরী
গ. শওকত ওসমান ঘ. মুনীর চৌধুরী উ: ঘ

৬৪. 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?
ক. সুকান্ত ভট্টচার্য খ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উ: ক

৬৫. 'কাশবনের কন্যা' কোন জাতীয় রচনা?
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ. ছোটগল্প উ: খ

Home Work

Teacher's Class Work অনুযায়ী নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে নিজে করবে এবং পরে উত্তর মিলিয়ে নিতে হবে।

১. কবি শামসুর রাহমান কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. কুমিল্লা জেলায় খ. খুলনা জেলায়
গ. ঢাকা জেলায় ঘ. পাবনা জেলায় উ: গ

২. শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. লোক লোকান্তর খ. সহসা সকচিত
গ. উত্তরাধিকার ঘ. প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে উ: ঘ

৩. শামসুর রাহমানের বিখ্যাত গ্রন্থ–
ক. পথহারা পথিক খ. বিধ্বস্ত নীলিমা
গ. আগুনের পরশমণি ঘ. হাওয়া তোমার কি দুঃসাহস উ: খ

৪. বাংলাদেশের আধুনিক উপন্যাসিকের মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক কে?
ক. আবু ইসহাক খ. শওকত আলী
গ. সফীউদ্দীন সরকার ঘ. হুমায়ুন আহমেদ উ: ঘ

৫. 'এইসব দিনরাত্রি' নাটকের রচয়িকা কে?
ক. হুমায়ুন আহমেদ খ. সৈয়দ শাসুল হক
গ. হুমায়ুন আজাদ ঘ. ইমদাদুল হক মিলন উ: ক

৬. 'আজ রবিবার' নাটকটি কে রচনা করেন?
ক. হুমায়ুন আহমেদ খ. মাসুম রেজা
গ. সেলিনা হোসেন ঘ. জিয়া হায়দার উ: ক

৭. বেগম সুফিয়া কামাল কোন ধরনের কবি?
ক. মহাকবি খ. গীতিকবি
গ. পল্লীকবি ঘ. ছন্দের কবি উ: খ

৮. 'সাঝের মায়া' কাব্য কে রচনা করেন?
ক. বেগম সুফিয়া কামাল খ. বেগম রোকেয়া
গ. আশাপূর্ণ দেবী ঘ. স্বর্ণকুমারী দেবী উ: ক

৯. 'একপথ দুই বাঁক' কোন জাতীয় রচনা?
ক. গল্প খ. ছড়া
গ. উপন্যাস ঘ. নাটক উ: গ

১০. 'যে অরণ্যে আলো নেই' নাটকটি প্রকাশ পায় কত সালে?
ক. ১৯৭৪ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৬৫ সালে ঘ. ১৯৬০ সালে উ: ক

১১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
ক. ক্রীতদাসের হাসি খ. মাটি আর অশ্রু
গ. হাঙর নদী গ্রেনেড ঘ. সারেং বউ উ: গ

১২. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসটি কার লেখা?
ক. সেলিম আল দীন খ. সেলিনা হোসেন
গ. রশীদ করিম ঘ. শামসুর রাহমান উ: খ

১৩. সেলিম আল দীনের নাটক কোনটি?
ক. স্বপ্নমঙ্গল খ. কেরামত মঙ্গল
গ. রুদ্রমঙ্গল ঘ. মনসা মঙ্গল উ: খ

১৪. 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসটির লেখক কে?
ক. আবু রুশদ খ. শওকত ওসমান
গ. আহসান হাবিব ঘ. আবুল ফজল উ: খ

Self Study

০১. 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' কার লেখা?
ক. সানাউল হক খ. শামসুর রাহমান
গ. আহসান হাবীব ঘ. সৈয়দ শামসুল হত উ: খ

০২. 'বন্দী শিবির থেকে' এর কবি কে?
ক. শামসুর রাহমান খ. সৈয় শামসুল হক
গ. শামসুর ইসলাম ঘ. শমসের আলী উ: ক

০৩. 'প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা–
ক. আহসান হাবীব খ. মহাদেব সাহা
গ. আলাউদ্দীন আল আজাদ ঘ. শামসুর রাহমান উ: ঘ

০৪. 'বিধস্ত নীলিমা'র কবি–
ক. শামসুর রাহমান খ. হাসান হাফিজুর রহমান
গ. শহীদ কাদ্‌রী ঘ. সৈয়দ শামসুল হক উ: ক

০৫. শামসুর রাহমান রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. অনেক আকাশ খ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে
গ. স্বর্ণ গর্দভ ঘ. আশায় বসিত **উ: খ**

০৬. 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে' কাব্যগ্রন্থটি কোন কবির রচনা?
ক. ড. আশরাফ সিদ্দীকী খ. সৈয়দ আলী আহসান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সানাউল হক **উ: গ**

০৭. কোনটি শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ নয়?
ক. রৌদ্র করোটিতে খ. নিজ বাসভূমে
গ. বন্দী শিবির থেকে ঘ. বন্দীর বন্দনা **উ: ঘ**

০৮. 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি কে রচনা করেন?
ক. সুফিয়া কামাল খ. ফররুখ আহমদ
গ. শামসুর রাহমান ঘ. গোলাম মোস্তফা **উ: গ**

০৯. 'তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা' কার কবিতা?
ক. শওকত ওসমান খ. সিকান্দার আবু জাফর
গ. সুফিয়া কামাল ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

১০. 'অক্টোপাস' উপন্যাস কার রচনা?
ক. সৈয়দ শামসুল হক খ. শওকত ওসমান
গ. শামসুর রাহমান ঘ. সেলিনা হোসেন **উ: গ**

১১. 'এলাটিং বেলাটিং' কার রচনা?
ক. ফয়েজ আহমেদ খ. ফররুখ আহমদ
গ. সুকুমার রায় ঘ. শামসুর রাহমান **উ: ঘ**

১২. 'এলাটিং বেলাটিং' ও 'ধান ভানলে কুঁড়ো দেব'। শিশুতোষ গ্রন্থের প্রণেতা কে?
ক. রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই
খ. শামসুর রাহমান
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. মুহম্মদ জাফর ইকবাল **উ: খ**

১৩. শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী–
ক. হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো খ. কালের ধূলোয় লেখা
গ. নিজ বাসভূমে ঘ. বন্দী শিবির থেকে **উ: খ**

১৪. শামসুর রহমানের গদ্যগ্রন্থ–
ক. প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে খ. বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়
গ. বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে ঘ. স্মৃতির শহর **উ: ঘ**

১৫. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক. নেকড়ে অরণ্য খ. বন্দী শিবির থেকে
গ. নিষিদ্ধ লোবান ঘ. প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম **উ: খ**

Class Exam

১. 'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়' এই অবিস্মরণীয় আহ্বান উচ্চারণ করে কোন চরিত্রটি?
ক. দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের তোরাব
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়ন' নাটকের দাদা ঠাকুর
গ. মামুনুর রশীদের 'ওরা কদম আলী' নাটকের কদম আলী
ঘ. সৈয়দ শামসুল হকের 'নূরুলদীনের সারাজীবন' নাটকের কদম আলী

২. নিচের কোনটি কাব্যনাট্য?
ক. প্রায়শ্চিত খ. নক্সী কাঁথার মাঠ
গ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ঘ. চিত্রাঙ্গদা

৩. 'নূরলদীনের সারা জীবন' নাটকটির রচয়িতা কে?
ক. জিয়া হায়দার খ. আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ. সৈয়দ শামসুল হক ঘ. আবদুল্লাহ আল মামুন

৪. 'সীমানা ছাড়িয়ে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক. জহির রায়হান খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. আনিস চৌধুরী ঘ. দাউদ হায়দার

৫. 'আনন্দের মৃত্যু' উপন্যাসটির রচয়িতা হচ্ছেন–
ক. সৈয়দ মুজতবা আলী খ. সৈয়দ আলী আহসান
গ. সৈয়দ মঞ্জুরুল হক ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

৬. 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. আবু জাফর শামসুদ্দীন খ. আবুল ফজল
গ. শওকত ওসমান ঘ. সত্যেন সেন

৭. 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' উপন্যাসের রচয়িতা-
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. হুমায়ুন আহমেদ ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ

৮. নীচের কোনটি আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা গল্পগ্রন্থ?
ক. কৃষ্ণপক্ষ খ. সূর্যগ্রহণ
গ. ধানকন্যা ঘ. জেগে আছি

৯. 'ভলগার তীরে' নির্মলেন্দু গুণের কোন ধরনের রচনা?
ক. কাব্য খ. ছোটগল্প
গ. ভ্রমণকাহিনী ঘ. রম্যরচনা

১০. 'কাঞ্চনমালা' গ্রন্থটি কার রচনা?
ক. সরদার জয়েনউদ্দিন খ. আবুল ফজল
গ. শামসুদ্দিন আবুল কালাম ঘ. আলাউদ্দিন আল আজাদ

উত্তরমালা

১	ঘ
২	গ
৩	গ
৪	খ
৫	ঘ
৬	গ
৭	ঘ
৮	ক
৯	গ
১০	গ